চিন্তা

(গীতি-কাব্য)

শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

পিপেল্‌স লাইব্রেরী,

৭৮, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১২৯৪

উৎসর্গ।

পূজ্যপাদ

শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মধ্যম দাদামহাশয়ের

শ্রীচরণে

এই

কাব্যখানি

অর্পণ করিলাম।

আনুষঙ্গিক কথা।

চিন্তার প্রায় সকল কবিতাই পূর্ব্বে বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, বান্ধব, ভারতী, নবজীবন, প্রচার, পাক্ষিক সমালোচক, কল্পনা, সাধারণী, সময় প্রভৃতি মাসিক ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। অপ্রকাশিত দুই একটী কবিতাও ইহাতে আছে। সকল কবিতারই কিছু কিছু পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করিয়াছি। দুই চারিটী কবিতা অনিচ্ছা সত্ত্বেও চিন্তার মধ্যে রহিয়া গেল। বহু কালের লেখা হইলেও তাহাদের মায়া ত্যাগ করিতে পারিলাম না।

আমার স্নেহভাজন কৃতবিদ্য আত্মীয় শ্রীমান কুমুদনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চিন্তার প্রুফ সংশোধনের সহায়তা করিয়া আমার বিস্তর উপকার করিলেন।

হুগলী
চৈত্র, ১২৯৩ } শ্রীঈশান চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূচী।

বিষয়।			পৃষ্ঠা।

চিন্তা।

"স্বভাবে কি অর্থ নাই ?"*

"স্বভাবে কি অর্থ নাই"—প্রান্তর সে স্থান
অদূরে ভীষণ মূর্ত্তি বিশাল ভূধর
ভেদিয়া গগনবক্ষ হয়েছে উত্থিত ;
গিরি-পদমূলে ভূমি—প্রকাণ্ড প্রান্তর
তৃণহীন—তরুহীন—প্রবাহ বিহীন
মরুময়—ভীমাকৃতি—বিশাল কান্তার ;
নিম্নভাগে এই দৃশ্য ; উর্দ্ধে ততোধিক,
অচল অটল বেশে সায়াহ্ন গগন
অনাদি—অনন্ত—শূন্যে পড়েছে ছড়ায়ে,

* রাণা প্রতাপসিংহের ইতিহাস পাঠ সমাপ্ত করিয়া লেখকের মনে এই ভাবের উদ্রেক হইয়াছিল। সে আজ বহুকালের কথা, কিন্তু এই কবিতা লেখকের দৃষ্টিগোচর হইলেই তাঁহার রাণা প্রতাপসিংহকে মনে পড়ে।

সুদীর্ঘ—সুদূর—যেন তা হ'তে অধিক
অবিশ্রাম—অবিরাম—অনাদি অক্ষয়
একটী মহান্ দৃশ্য করিয়া চিত্রিত
দর্শকের নেত্র-পথে করেছে স্থাপিত ;
বিস্ফারিত নেত্রে যেন চাহি ক্ষিতি পানে
ছুটেছে অসীম শূন্যে অশ্রান্ত প্রভাবে ;
ইঙ্গিতে কহিছে যেন—"হও অগ্রসর
এইরূপে—এইবেশে এমনি প্রভাবে
দেও চিত্ত ছড়াইয়া অনন্ত বিস্তারে,
সাধনার এই ছবি—এমনি আকার,
আকাঙ্ক্ষার শূন্য-পথে এমনি করিয়া
অবিশ্রাম অবিরাম হও অগ্রসর।"
এহেন মহান দৃশ্যে নয়ন রাখিয়া
ভীষণ কান্তারে সেই দাঁড়াইয়া যুবা
"স্বভাবে কি অর্থ নাই ?" কহিল কাতরে।
অস্তমান দিবাকর লোহিত বরণে,
ঢালিয়া কাঞ্চন ভাতি নামিছে পশ্চিমে,
দেখাইয়া গগনেরে যেন প্রলোভন
কহিছে ইঙ্গিত করি—"কোথা যাও ছুটি
আইস আমার সনে অধঃপাতে যাই,

হেমকান্তি অঙ্গে মম ঝরিতেছে যাহা
ঈষৎ প্রভায় যার এত শোভা তব
তা হ'তে কতই রম্য বিচিত্র বরণ
অধঃপাত উজলিয়া রয়েছে বিস্তৃত ;
এই পদছায়া মম করিয়া ধারণ
এস নভ ! অধঃপাতে ভবনে আমার।"
হাসিয়া ঘৃণায় যেন উগ্রতর বেশে
ছুটেছে গগন শূন্যে উন্মত্ত প্রভাবে।
মলয় সমীর পুন ছড়ায়ে সৌরভ
ঊর্দ্ধমুখে ছুটিয়াছে নিম্নে গগনের,
কহিছে আদরে যেন মোহিনী ভাষায়
"কোথা যাও রহ রহ দেখ একবার—
কুসুম ভাণ্ডার লুঠি ভূতল হইতে
এনেছি সুগন্ধ কিবা তোমার কারণ,
কত যে কৌশল করি কতই যতনে
কমল কোরক হ'তে এ গন্ধ হরিনু
কি আর কহিব তোমা, কেতকী মালতী
টগর মল্লিকা আর গোলাপ সেফালি
লাজে জড়সড়, আহা ঘন দলে ঢাকি
রেখেছিল লুকাইয়া হৃদয়ের নিধি

দরিদ্র সাধুর গুপ্ত সুখের মতন,
তা সবে কতই সাধি কতই ভুলায়ে
হরিয়া এনেছি এই গন্ধ মনোরম ;
দেখ পুন অঙ্গ মোর আলিঙ্গি' বারেক
অকূল অতল সিন্ধু সলিলে ভাসিয়া
মধ্যস্থল হ'তে তার শীতল পরশ
এনেছি হৃদয়ে তুলি, নির্ম্মল নির্ঝর
নিভৃত পর্ব্বত দেশে বহিছে গোপনে
রমণীর হৃদয়ের প্রেমস্রোত মত,
ভাসিয়া ভাসিয়া তার প্রতি কণা হ'তে
এনেছি এ শীতিভাব যতনে তুলিয়ে
শীতলিতে অঙ্গ তব,—আইস গগন
কোথা যাও ছুটি শূন্যে, রহ এইখানে
ক্ষণকাল প্রেমালাপ করি দুই জনে।"
না হেরি—না শুনি তাহা সমধিক বেগে
ছুটেছে গগন শূন্যে উদ্দেশে আপন।
বসুন্ধরা খুলি বক্ষ ছড়ায়ে সুষমা
কহিতেছে যেন পুন মোহিনী ভাষায়
"একবার দেখ চেয়ে গগন হেথায়,
সৌন্দর্য্যের চিরবাস হৃদয় আমার,

এমন শীতলতোয়া অকূল বারিধি,
এমন উদ্যান বন শোভার আধার,
শাখায় শাখায় যার পল্লবে পল্লবে
মধুর শীতল ছায়া রয়েছে জড়ান;
বৃন্তে বৃন্তে বৃন্তে যার বিবিধ কুসুম
দলে দলে বিকাশিছে ঘ্রাণ বিমোহন,
এমন ভূধর রাজি জঙ্গমে ভূষিত,
এমন প্রান্তর মাঠ দুর্ব্বায় শোভিত,
বীণাবিনিন্দিত-স্বরে কল নিনাদিনী
দর্পণহৃদয়া হেন নির্ঝর তটিনী,
ষড় ঋতু রঙ্গভূমি এমন আবাস,
নর-নারী-পশু-পক্ষি-পূর্ণ এ সংসার,
তোমার মানস সুধু তুষিবার তরে
বিপুল এ শোভা বক্ষে করেছি ধারণ;
কোথা যাও শূন্য-পথে কি আছে উহায়
মম রাজ্যে ক্ষণকাল করহ বিহার।"
হাসিয়া বিকৃত হাস তীব্র দৃষ্টি করি
উগ্রতম বেগে নভঃ যেন শূন্যে ছোটে।
ধীরে নত করি যুবা অবসন্ন শির,
"স্বভাবে কি অর্থ নাই?" কহিল কাতরে।

মলিন যুবার মুখ, বদন মণ্ডলে
অঙ্কিত হয়েছে গাঢ় বিষাদের ছায়া,
রুক্ষ মস্তকের কেশ, শুষ্ক কলেবর,
অঙ্গ আবরিত জীর্ণ মলিন বসনে,
অতি দরিদ্রের বেশ ;—কিন্তু অবয়বে
আয়ত উজ্জ্বল শান্ত যুগল নয়নে,
গাম্ভীর্য্যে প্রশান্ত সেই কাতর বদনে,
ঝরিয়া পড়িছে স্বধু মহত্ত্বের আভা
ধনী হও—রাজা হও—জ্ঞানী কিম্বা বীর,
শঙ্কিত হইবে তুমি সম্ভাষিতে তায়,
ভয় ভক্তি যুগপৎ অন্তরে তোমার
উঠিবে উথলি,—তুমি স্তম্ভিত হইবে ;
বিস্মিত নয়নে স্বধু রহিবে চাহিয়া
অদ্ভুত লক্ষণপূর্ণ যুবার বদনে।
ওই দেখ অঙ্গে অঙ্গে এখনো যুবার
বিরাজিছে সুলক্ষণ অস্ফুট ছায়ায়,
হায়রে! যেমতি আজ আর্য্যাবর্ত্ত-হৃদে
বিলুপ্ত চিতোর কিম্বা রাজস্থান-ছায়া!
অথবা শিবজী-কীর্ত্তি দক্ষিণ ভারতে
ক্লেশকর দৃশ্যে যথা করিছে বিরাজ।

"স্বভাবে কি অর্থ নাই ?" বলিতে বলিতে
ত্যজি দীর্ঘ শ্বাস যুবা চাহিল গগনে,
নিরখিয়া ক্ষণকাল কহিল কাতরে—
"ওই যে প্রকাণ্ড দৃশ্য সম্মুখে আমার
অনাদি—অনন্ত ওই—বিপুলা প্রকৃতি
শিক্ষার জীবন্ত পত্র ভাবিয়া যাহায়
ছুটিলাম আজীবন শূন্য আকাঙ্ক্ষায়—
সেই শিক্ষা পত্র—ওই অশ্রান্ত প্রভাব
কেবলি কি শূন্যে আদি—শূন্যে অন্ত তার !
আমার এ দুর্নিবার আশা অবিশ্রাম,
নিরাশাই কেবলি কি তার পরিণাম !
পারিনা দেখিতে আর—পারিনা ভাবিতে
প্রকৃতি তোমার অর্থ—অতৃপ্ত হৃদয়ে।
সহিষ্ণুতা !—সহিষ্ণুতা !—বাকি কিবা আর!
ছিন্ন করি—ছিন্ন করি—গ্রন্থি হৃদয়ের
দুস্ত্যজ্য—দুশ্ছেদ্য—মম সূত্র মমতার
ছিন্ন করি ভাসিলাম একা পারাবারে
সুধু ওই অর্থ তব দেখিতে দেখিতে—
ভাসে যথা সিন্ধুনীরে বিপথ নাবিক
সুদূর গগনে দূর তারা লক্ষ্য করি !

কিন্তু কি করিনু—সুধু পণ্ডশ্রম সার!
কিম্বা নাহি বুঝিলাম প্রকৃতি তোমার
কিবা সে প্রকৃত অর্থ!—কিন্তু যে আমার
দৃষ্টি নাহি চলে আর—হেরি শূন্যময়
শব্দহীন—ঘ্রাণহীন—অর্থহীন শূন্য!
না পারি সরিতে আমি—না পারি তিষ্ঠিতে!
পদতলে শূন্য—উৰ্দ্ধে শূন্য ততোধিক,
সম্মুখে নিবিড় শূন্য—পশ্চাতে আবার
কেবলি অনন্ত শূন্য—নহে ফিরিবার।
ভাবি যেন সরিতেছে শূন্য পদমূলে,
পতন না হয় তবু! দুর্জ্ঞেয় বিধাত!
কৃপা করি অনুভূতি কর অপসৃত,
এ চিন্তা হৃদয়ে আর পারিনা বহিতে!
নতুবা দেখাও পথ তাপিত সেবকে,
ফিরে যাই দুরাশার প্রবাহ আমার
উপজিল যথা হতে;—অথবা আমায়
দেহ বল বিশ্বনাথ! শূন্য ভেদ করি
আমার কল্পিত রাজ্য করিব উদ্ধার
অমিত প্রভাবে যথা বিশ্বামিত্র ঋষি
সৃজিল ব্রহ্মাণ্ড নব মথি শূন্যদেশ।”

নীরব হইলা যুবা, ক্ষণকাল পরে
ত্যজি দীর্ঘশ্বাস ধীরে নত কৈল শির।
সহসা কঠোর রব জলদ-গম্ভীরে
জগত প্লাবিত করি হইল উত্থিত;
সিহরি চকিত নেত্রে চাহিল যুবক—
হেরিল চৌদিকে ঘোর শবদ বিকাশে,
ক্ষিত্যপ্তেজ-মরুদ্ব্যোম হ'তে সমস্বরে
উঠিছে কঠোর রব,—ভাবিল যুবক
বিশ্ব মগ্ন যেন সেই অদ্ভুত ভাষায়;
ক্রমে স্পষ্টতর রব হইল উত্থিত—
"প্রকৃতি নিরর্থ নহে দেখ নেত্র তুলি
এই যে বিপুল বিশ্ব সম্মুখে তোমার
প্রকাণ্ড এ শূন্য-কায়া বিশাল ধরণী,
অনন্ত—এ জীবকুল, তরু, লতা, গিরি,
নদ, নদী, সরোবর, অকূল জলধি,
এই আলো, অন্ধকার,—দিবস, রজনী,
এই ঋতু পরকাশ ঋতু অবসানে,
পরিপূর্ণ অর্থে সব—বিশ্ব অর্থময়।
এই গগনেতে হের কঠোর সাধনা,
ধরণীর বক্ষে ওই হের সহিষ্ণুতা,

পবনের স্পর্শে ওই হের উদ্দীপনা,
ভূধরের অঙ্গে ওই হের দৃঢ়ব্রত,
সলিলের অঙ্গে অঙ্গে হের আত্মদান,
জীবকুল-আস্যে লেখা ওই দেখ আশা,
তরুলতা অঙ্গে ওই হের সফলতা,
দিবস রজনী আর ঋতুর বিকাশে
অবস্থার বিচিত্রতা সতত প্রকাশে।”
নীরব হইল রব—নীরব প্রান্তর
হইল নীরবতর—শূন্য নভস্তল
হইল অধিক শূন্য; ঊর্দ্ধমুখে যুবা
উদাস উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টে তখনো চাহিয়া
শূন্য গগনের তলে, দেখিতে দেখিতে
যুবার কাতর মুখ প্রশান্ত হইল,
জ্বলিতে লাগিল নেত্রে জীবন্ত প্রতিভা,
উৎসাহে বিশাল বক্ষঃ দীর্ঘ বাহুদ্বয়
হইল প্রশস্ততর; অস্তমান রবি
নিরখি সে ভীম মুর্ত্তি প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক,
নিরাশ্রয়—নিঃসহায়—একাকি যে যুবা
অদ্ভুত দুষ্কর কার্য্য করিবে সাধন—
সেই কীর্ত্তিধর—সেই অপূর্ব্ব নরের

নিরখি চৈতন্য, ভয়ে ত্বরিত চরণে
পশিলেন অস্তাচলে। অস্ফুট প্রদোষ
ধীরে ধীরে শূন্যদেশে পড়িল ছড়ায়ে ;
ক্রমে গাঢ়—গাঢ়তর—গাঢ়তম শেষে
অন্ধকারশূন্য মর্ত্ত্য আবরিল ধীরে
অনন্য আঁধারে ক্রমে ডুবিল জগৎ।
তখনো যুবক ঊর্দ্ধে উদ্ভ্রান্ত-নয়নে
চেয়েছিল অন্ধময় অকাশের পানে।
দেখিতে দেখিতে দূর—সুদূর আকাশে
ক্ষীণ—অতি ক্ষীণ—সূক্ষ্ম আলোক বিকাশি
ভাতিল তারকা এক—দুই—তিন—চারি
ক্রমে পুঞ্জ—ক্রমে শত—সহস্র তারকা
উজ্জ্বল—উজ্জ্বলতর—সমুজ্জ্বল হয়ে
চৌদিকে উঠিল জ্বলি—দেখিতে দেখিতে
অস্ফুট নিষ্প্রভ এক অঙ্গ চন্দ্রমার—
প্রকাশিল দূর নভে—ক্রমে স্পষ্টতর
অর্দ্ধাংশ—ত্রয়াংশ—ক্রমে পূর্ণ আয়তনে
রজত থালার মত পূর্ণ জোৎস্নায়
হাসায়ে ভুবন, চন্দ্র ভাসিল গগনে।
হেরিল যুবক শেষে শূন্য নভস্থল

গ্রহ—উপগ্রহে পূর্ণ, নহে শূন্য আর
তখন একাগ্রদৃষ্টে তির্য্যক্ নয়নে
দেখিতে লাগিল যুবা গগন মণ্ডলে,
বিস্ময়ে পুরিল চিত্ত, ক্ষণকাল আগে
অর্থ-হীন ভাবি যেই নভস্তল হ'তে
সরাইয়াছিল নেত্র—সেই শূন্য এবে
হেরিল যুবক, পূর্ণ গ্রহ উপগ্রহে।
শত সহস্র—অযুত—লক্ষ—কোটী কোটী
গ্রহে পরিপূর্ণ শূন্য বিচিত্র বিস্তার !
এমন সময় এক তাপস প্রাচীন
মূর্ত্তিমান বহ্নিপ্রায় উপনীত তথা।
শ্বেত-শ্মশ্রুরাজি—রজত প্রবাহে
পড়িয়াছে কটি ঢাকি, গৈরিক বসন,
লোহিত চন্দন লেপ প্রশস্ত ললাটে,
বিশাল দক্ষিণ করে ধৃত কমণ্ডলু,
বামকরে দেহাধিক বিশাল ত্রিশূল,
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, যেন নিজে মহাযোগ
তাপসের বেশে আজ সম্মুখে যুবার।
আয়ত লোচন কিন্তু শান্তির সাগর,
পলকে পলকে তায় ঝরিছে অভয়।

এত যে ভীষণ মুর্ত্তি দীপ্ত উগ্রতেজে
দৃষ্টিতে ঝরিছে কিন্তু "অভয় অভয়"।
" প্রতাপ!" গম্ভীরে ডাকি কহিল তাপস
" স্বভাবের অর্থ তুমি বুঝিলে কি এবে ?"
প্রতাপ চকিতে ফিরি হেরিল তাপসে—
পূর্ণচন্দ্রমার প্রভা পড়িয়া ত্রিশূলে
জ্বলিয়া উঠিছে যেন ত্রিফলা তাহার,
গৈরিক বসনে সেই উজ্জ্বল কিরণ
পড়িয়া রক্তাক্ত বেশ হৈল দৃশ্যমান,
ললাটে সে পূর্ণজ্যোতি হইয়া পতিত
বহ্নিপ্রায় দীপ্ত হৈল চন্দন প্রলেপ ;
কাঁপিয়া উঠিল যুবা সে মূর্ত্তি নিরখি।
তাপস কহিল পুন, "বুঝিলে প্রতাপ ?
"অনন্ত—অদ্ভুত এই সৃষ্টি চতুর্দ্দিকে
সাধনার কার্য্য ইহা—মন্ত্রে সৃষ্ট নয়।
শোক দুঃখ ক্ষোভ আর ছায়া নিরাশার
কর অপসৃত তব হৃদিতল হ'তে।
প্রকৃতির এই অর্থ দেখিতে দেখিতে
হও অগ্রসর তব সাধনার পথে!
পুরস্কার তার—শূন্যে ওই সৃষ্টি মত

গ্রহ উপগ্রহে শেষে হবে পরিণত।”
দেখিতে দেখিতে ঋষি গেল মিলাইয়া
প্রকৃতির শূন্য অঙ্কে ;—বিস্ময়ে যুবক
চৌদিকে আগ্রহ-নেত্রে করিল দর্শন ;
কিন্তু তাপসের আর নহিল সন্ধান।
ধীরে ধীরে ভূমিতলে বসিয়া তখন
প্রকৃতির চিত্রপটে রহিল চাহিয়া।
গগনে ভূতলে জলে লতায় পাতায়
যেখানে নিরখে যুবা হেরে অর্থ তায়।
তোমরাও বঙ্গবাসি! যুবকের সনে
প্রকৃতির এই অর্থ দেখিতে দেখিতে
হও অগ্রসর সবে আকাঙ্ক্ষার পথে ;
পুরস্কার তার—শূন্যে ওই সৃষ্টিমত
অনন্ত অসীম রাজ্যে হবে পরিণত।

কি বলিব তায় ?

স্থান—হুগলী, ইমামবাড়ীর ঘাট। সময়—মেঘাচ্ছন্ন প্রদোষ

উন্মুক্ত স্মৃতির দ্বার নিরখি আমার,
জাহ্নবি, তোমার ওই প্রবাহের পথে !
এই শূন্য হৃদয়ের সর্ব্বস্ব আমার—
প্রাণ-সহ তিল তিল খসিয়াছে যাহা,
ভাসিয়া গিয়াছে যেন ওই স্রোত-পথে।
নিরখি,—নিরখে যথা দারুণ নীরবে
তীরস্থিত, ভগ্নদেহ প্রাচীন মন্দির,
অশ্রান্ত প্রবাহে তব মর্ম্মগ্রন্থি যার,
হইয়া শিথিল, ক্রমে খসিয়া পঞ্জর,
পড়িয়াছে তব গর্ভে,—নিরখি তেমতি—
সুদূর-বাহিনী তব ওই স্রোত সনে,
যেন ওই মেঘাচ্ছন্ন প্রদোষ আঁধারে—
তীরস্থিত তরুরাজি ছায়ায় তা সহ
মিশিয়াছে আমার সে অতীত জীবন ;
পড়ে আছে স্মৃতি-চিহ্ন অঙ্গে অঙ্গে তার
গৃহতরু ছায়া যথা দুকূলে তোমার !

অতীত এ জীবনের প্রতিবিম্ব প্রায়
তোমার প্রবাহ, গঙ্গে, আজ ভেসে যায় !
ভেসে যায় প্রাণ, গঙ্গে, সলিলে তোমার
লহ ভাসাইয়া মোরে প্রবাহের সনে—
চল দেখি ওই দূর আঁধারে পশিয়া
মিলে কি না আমার সে—কি বলিব তায় ?
কি বলিব তায়—প্রাণ কহ না আমায় ?
কহ না আমায় তুমি, কল্পনা-সুন্দরি—
নিরখিলে ইহকাল দিবস শর্ব্বরী—
নিরখিলে অঙ্কে অঙ্কে নিভৃত অন্তরে
কহ না আমায় আজ কি বলিব তারে ?
কি বলিব তায় ?—তুমি কহ না প্রকৃতি,
দেখায়েছি তোমারে যে বক্ষঃস্থল চিরি ;
হে ব্রহ্মাণ্ড ! তব অঙ্গে কত শত বার
মিশায়ে দিয়াছি যত্নে প্রতিবিম্ব তার—
কহ না আমায় আজ কি বলিব তায় ?
কি বলিব বলিতে যে * * *
বলিব কি আশা তায় ? না না ততোধিক !
তা হতে পবিত্র তাহা—তা হতে উন্নত—
তা হতে নিঃস্বার্থ তাহা—তা হতে মধুর।

তবে কি বলিব ?—সে কি পিপাসা আমার ?
না না সে যে উগ্রতর প্রভাব তাহার,
শান্তি তার স্নিগ্ধতর—নহে সে পিপাসা।
কি বলিব তবে—সে কি জীবনের সুখ ?
অহো সে কি সুখ ? না না সুখ নহে তাহা !
তবে কি বলিব তায় ? বলিব কি দুখ ?
দুখ !—দুখ !—দুখো নয় নহে সুখ দুখ।
তা হতে গভীর তাহা—দীর্ঘতর স্থায়ী
তা অধিক মোহময় ছিল সে আমার !
স্বপ্ন নয়—এখনো সে বিরাজে অন্তরে,
মোহ নয়—ভ্রান্তি কভু ছিল না তাহায়।
কেমনে বলিব তবে কি যে সে আমার !
আজীবন বক্ষঃস্থলে ধরিয়াও যায়
বুঝি নাই কি সে মম,—শূন্য বক্ষে আজ
কেমনে বুঝিব সে যে কি ছিল আমার !
আশাময়—তৃষ্ণাময়—সুধাময়—বিষময়—
দুখময়—সুখময়—স্বপ্নময়—মোহময়—
হৃদয়েয় স্মৃতি মম—দৃষ্টি নয়নের—
কল্পনার মূলমন্ত্র—ভাবনার ধৃতি
জাগ্রতে ব্রহ্মাণ্ড তাহা—নিদ্রায় স্বপন—

জীবনে সে ধর্ম্ম মম—মরণে সে মুক্তি
সেই সে সর্ব্বস্ব সার জাহ্নবি আমার
মনে হয় যেন ওই আঁধারে মিশেছে।
প্রকৃতি! তোমার দীপ্তি কর তরলিত,
কর ঘনীভূত ছায়া, প্রদোষ, তোমার,
গাঢ়তর করি অঙ্গ উর জলধর
দুকূল বিরাজি ওই তরুরাজি-শিরে,
গৃহ, তরু, তোমাদের ছায়া প্রসারিত
করি তটিনীর বক্ষ কর আবরিত।
তট-বিলাসিনি অয়ি স্রোতস্বিনি তুমি,
কৃপা করি ক্ষণকাল ভুল এ বিলাস,
লহ দ্রুত ভাসাইয়া ওই স্থানে মোরে—
শূন্যে শূন্য অন্ধকার মিশিয়াছে যথা।
দেখিব বারেক আমি খুঁজি ও আঁধারে
আমার সর্ব্বস্ব ধন কোথায় বিরাজে!
না মিলে হোথায় যদি,—দাঁড়ায়ে বারেক,
দাঁড়াইয়া শূন্যমর্ত্ত্য সন্ধিস্থলে ওই,
সংসারের পরপ্রান্তে দেখিব চাহিয়া—
প্রীতির পীযূষ যাহা মানব-জীবনে,
হেরিব কোথায় যায় ভাসি কালস্রোতে।

অদৃশ্য নয়নে যদি,—বিলুপ্ত সে নয়,
বিলুপ্ত হইলে কেন স্মৃতি রহে তার ?
অবশ্য ভাসিয়া তাহা কালের প্রবাহে
মিশে যায় ওই শূন্যে পরমাণু হয়ে ;
তাই যদি,—শূন্যপ্রান্তে পড়ি একবার,
মুদিয়া নয়নদ্বয়, খুলিয়া হৃদয়,
বারেক ধরিব বক্ষে পরমাণু তার।
পরমাণু আছে তার নাহিক সংশয় ;
এত সুখ-দুখ-পূর্ণ আছিল সে তাহা
সসীম মানব-হৃদে, অসীম আকাশে
না জানি সে সুখ দুখ কতই তাহার !
কেবলি আমার নহে, অসংখ্য জীবের,
অনন্ত প্রাণের স্রোত মিশিয়াছে তথা।
শিশুর তরল—আর যুবার প্রখর,
প্রৌঢ়ের প্রগাঢ়, আর বৃদ্ধের গভীর,
স্নেহ, মায়া, মোহ, প্রেম, অনন্ত প্রবাহে
মিশিয়াছে ওই শূন্যে পরমাণু হয়ে।
হায় রে সে সুখ ! পড়ি ওই শূন্যতলে
ধরিতে পরাণে সেই পরমাণু তার !
নীরব হৃদয়-যন্ত্রে যাইবে বাজিয়ে

একে একে কত অণু, তা সহ আমার—
আমার সে অপহৃত প্রীতির পরশে
বেজে ওঠে প্রাণ-সূত্র যদি একবার!
তবেই হইল মম পূর্ণ অভিলাষ।
লহ গঙ্গে! ভাসাইয়া ওই স্থানে মোরে
সেই পরমাণু বক্ষে ধরিব বারেক!

আমার প্রাণ।

১

কল্পনে!
বুকের পাষাণ মম, এ জ্যোৎস্নায় একবার,
দেও সরাইয়া—
প্রকৃতির প্রীতিমাখা, মধুর হৃদয়ে আমি,
যাই মিশাইয়া!
তুষার আবৃত ভূমে, তরুণ অরুণভাতি,
যেমনি বিভাত!

দিক্ হতে দিগান্তরে, বিমল কৌমুদীরাশি,
তেমতি সম্পাত !
জীবন্ত স্বপন যেন, অনন্ত-গগন-বক্ষে,
পড়েছে ছড়ায়ে !
স্থাবর জঙ্গম জীব, সকলি মোহেতে যেন,
নয়ন মেলায়ে !
আশার মধুর স্মৃতি, যেন আজ বিশ্বখানি—
আবেশে অচল।
বিধির প্রথম সৃষ্টি, মধুর আলোকে যেন,
ভুবন উজ্জ্বল।
কল্পনে ! বারেক আজ, বুকের পাষাণখানি,
দেও সরাইয়া।
শূন্য-পথ ভাসাইয়া, জনস্রোত মাতাইয়া,
এই জ্যোৎস্নার সনে যাই মিশাইয়া।

২

পরাণ আমার !
হৃদয় কন্দর হ'তে, উথলিয়া একবার,
আইস গড়ায়ে।
শূন্যে শূন্যে ভেসে যাই, ভাসাইয়া দিগন্তর,
সঙ্গীত ছড়ায়ে।

সামান্য বিহঙ্গ-গীতে, সুদূর কাননস্থলী,
প্রতিধ্বনি-ময়।
জীবন্ত সঙ্গীতময়, তুমিরে পরাণ মম,
তুমি এ সময়—
নীরবে রহিলে কেন, মিশায়ে হৃদয় সনে,
এই জ্যোৎস্নায়।
বিন্দু বরিষণে যায়, সিন্ধু উছলিয়া ধায়,
সে বেগ কোথায়!
ওই দেখ দিগন্তর, হৃদে প্রাণ থর থর,
প্রকৃতির কোলে!
ওই শোন কোকিলার, মর্ম্মভেদী কুহু-ধ্বনি
আবেগে উথলে!
মলয় ভূধর ছাড়ি, বিহ্বল মারুত ওই,
ছুটেছে উল্লাসে!
নদী খাত সরোবরে, জড়ের আসাড় প্রাণ—
তাহাও বিকাশে!
তুমি রে পরাণ মম, অনন্ত প্রবাহময়,
তুমি এ সময়—
কেনই মিশায়ে রও, হৃদয় শ্মশানে মম,
হ'য়ে আত্মময়!

৩

হৃদয় কন্দর হতে, নায়াগ্রা-প্রপাত মত,
চলরে উথলি,
সঙ্গীত প্রবাহ ঢালি, আলোড়িয়া শূন্য মর্ত্ত,
দিগন্ত আকূলি।
গভীর উচ্ছ্বাসে তব, নৈশ শান্তি স্তব্ধ করি
চল ভেসে যাই,
ওই জ্যোৎস্নার সনে, ও অনন্ত নভস্তলে,
চলরে মিশাই!
এ মধুর চন্দ্রালোকে, প্রাণের পীযূষ তোর
দেও মাখাইয়া!
স্বপ্নময় শান্তিসনে, কাতর আবেগ তব,
দেও মিশাইয়া!
দিগন্ত আকূল হ'য়ে, ছুটুক অনন্ত স্রোতে,
জগত মাতায়ে!
মধুর জোছনা সনে, মধুর যাতনা তব,
ভাসুক মিশায়ে।
প্রাণে চন্দ্রকরে মিশি, বিপুল এ ছায়াপথ,
উঠুক উজলি।
জড়ের অহৃদি বক্ষে, নরের মধুর প্রাণে,

ছুটুক বিজলি।
অনন্ত অসীম নভ, সে মোহিনী প্রতিভায়,
উঠুক জ্বলিয়ে।
মরতের নর নারী, বিস্ময়বিহ্বল নেত্রে,
দেখুক চাহিয়ে।

৪

ইচ্ছা করে একবার, অনাদি অনন্ত ওই,
গগনের তলে।
কলেবর বিস্তারিয়া, হৃদয় বিদীর্ণ করি,
দিই প্রাণ ঢেলে।
ক্ষত মর্ম্মস্থান হ'তে, অজস্র প্রপাত পাতে,
পরাণ আমার।
জ্যোৎস্নায় জ্যোৎস্নায়, ঝরিয়া পড়ুক ভূমে,
ভাসায়ে সংসার!
ভূতলে কঠিন যাহা, দ্রবীভূত করি তাহা,
প্রাণের অমৃতে।
ক্ষিতি, শিলা, নর, নারী, পাষাণ পরাণ আর,
যা কিছু মহীতে।
পরাণ পরাণে এই শূন্য পথ ভেসে যাক,
আর—এ সংসার।

আত্মপর জ্ঞান ভুলে, মুহূর্ত্তেক মগ্ন হোক্,
পরাণে আমার।
প্রাণের নিভৃত ব্যথা, নর নারী হৃদে যাহা—
আমার মতন,
আমার পরাণ সনে, উথলি উঠুক তাহা,
আকুলি ভুবন।

৫

বিধাত! আমায় কেন, এ নিষ্ঠুর সংসারের
মানব গঠিলে।
মানব করিলে যদি, এত প্রাণ কেন বিধি,
এ হৃদে ঢালিলে।
এ প্রাণ দেখাব কায়, কে আছে হে এ ধরায়,
বুঝে কোন্ জন?
শুধু যে কঠিন করি, নিখিল সংসারখানি,
করিলে সৃজন!
বরঞ্চ প্রকৃতি ভাল, কেবল কঠিন শূন্যে
উহায় সৃজিলে।
কঠোর স্বার্থের মায়া, গর্ব্বের দারুণ ছায়া,
উহায় না দিলে।
তা হ'তে যে নিদারুণ, গঠিলে সংসার বিধি,

তাহ'তে পাষাণ—
নর নারী হৃদিতলে, স্থাপিলে মরণোপম,
কৃতঘ্ন পরাণ !
দারুণ সংসারে হেন, আমারে মানব করি,
কেনই সৃজিলে !
এই প্রকৃতির বুকে, কেন না এ প্রাণটুকু,
মিশায়ে রাখিলে !
এ প্রাণ দেখাব কায়, কে আছে হে এ ধরায়,
বুঝে কোন্ জন ?
নিষ্ঠুর সংসারে বিধি, এ হেন পারাণী কেন
করিলে সৃজন !

৬

হাসিমুখে মিষ্ট কথা, নিদ্রিতের স্বপ্ন মত,
শুনিতে সুন্দর।
পদ্ম-সরসীর মত, অনিন্দ্য বদনখানি,
বড় মনোহর।
ভুরু কোলে ঢল ঢল, সুটানা নয়নযুগ,
তাও মোহকর।
এই প্রকৃতির মত, শূন্য জ্যোছনায় ভরা,
গঠনো সুন্দর।

সকলি সুন্দর যার, মর্ম্মে কেন শিলা তার,
বল দয়াময় !
যতনে সর্ব্বাঙ্গ গঠি, অনাদরে কেন বল,
সৃজিলে হৃদয় ।
হায়রে ! সংসার তোর, পরম পীযূষ যাহা,
করেছি সেবন ।
হায়রে ! সংসার তোর, অমূল্য রতন যাহা
দেখিছি সে ধন ।
পীযূষে গরল তোর, রতনে ভুজঙ্গফণা,—
তাও—আধ আধ ।
এ প্রাণ হৃদয়ে যার, তোমার ভাণ্ডারে তার,
মিটেনা রে সাধ !

কোথা রাখি প্রাণ!

"যোগ মগন হর, তাপস যতদিন
তত দিন না ছিল ক্লেশ।"

দশমহাবিদ্যা।

১

প্রকৃতি! কোথায় আজ রাখিব এ প্রাণ!
বিশাল এ ধরাতলে—
অনন্ত ও নভস্থলে—
অতল এ বক্ষে মম—মিলে না যে স্থান,
কোথায়—কোথায়—আজ রাখি এই প্রাণ!

২

কোথা তুমি রাখ তারে—প্রলয়ে যখন—
ওই গ্রহ তারা টুটে
শূন্য-পথে ধায় ছুটে,
কোথা সে অনাথ গ্রহে কর স্থান দান!
আমার এ প্রাণ তথা পায় নাকি স্থান?

৩

জলধি! তোমার গর্ভে—সে স্থান কোথায়!
বক্ষচ্যুত অনাশ্রয়
ক্ষুদ্র রেণু নিরাশায়—
অকূল প্রবাহে পড়ি' যবে ভেসে যায়—
কোথা সেই স্থান, যথা রাখ তুমি তায়?

৪

বসুন্ধরে!
যে ব্যথার নাহি স্থান বিপুল সংসারে—
মর্ম্মেও না স্থান পেয়ে
অশ্রুধারে পড়ে বেয়ে
হৃদয় পাতিয়া তুমি স্থান দেহ তারে!
কোথা রাখ সেই অশ্রু দেখাও আমারে!

৫

তুমি হে সমীর! তুমি দেহ দেখাইয়া
ছিন্ন-প্রাণ পাদপের—
দগ্ধ-প্রাণ মানবের—
কাতর নিশ্বাস কোথা লহ মিশাইয়া—
সেই স্থান আজ মোরে দেহ দেখাইয়া!

৬

বনরাজি ! তব অঙ্কে সে স্থান কোথায়—
যথা রাখ পাপিয়ার
সকরুণ সে চীৎকার—
যবে সে অস্থির প্রাণে গভীর নিশায়
তোমার নির্জ্জন অঙ্কে কাঁদিয়া বেড়ায় ?

৭

হিমাচল !
বিপুল অন্তরে তব গোপনে যেখানে—
রাখি' প্রাণ আপনার
না পাও যন্ত্রণা আর—
সেই খানে বিন্দুমাত্র মিলিবে কি স্থান,
রাখিতে আমার এই নিরাশ্রয় প্রাণ ?

৮

শর্ব্বরি ! তোমার বক্ষে আতস যখন
ছুটি ভীম যাতনায়
কাঁদিয়া ফাটিয়া যায়—
লুকাও হৃদয়ে তায় করিয়া যতন
এ প্রাণ রাখিতে কেন সঙ্কুচিত মন !

৯

স্রোতস্বতি !
তোমার উভয়—তীর-বাসি প্রাণিগণ—
ধূলি, কুটা, মলা, ছাই
যা কিছু ঘৃণার, তাই—
দেয় ফেলি তব নীরে—সবে দেও স্থান
তাহ'তে যে ঘৃণ্য বলি' ফেলেছে এ প্রাণ !

১০

সংসার হে ! তুমি আজ দেখাও আমারে
তিলার্দ্ধ এমন স্থান—
যথা আজ রাখি প্রাণ !
জগদীশ ! অনাথের তুমিই আশ্রয়—
তুমি বল, আজ প্রাণ রাখিব কোথায় ?

১১

অথবা কেন রে বৃথা ডাকি ত্রিসংসারে !
এ জগৎ খুলে প্রাণ
যদি আজ দেয় স্থান,
এ প্রাণ তবুও তথা রহিতে না পারে !
তবে কেন অকারণ সুধাই সবারে !

১২

আর তুমি !—
ইহ জীবনের তুমি অনন্য অমরি !
না জনি সে কি যে স্থান—
যাহা ক'রেছিলে দান !
জগতে যে সমতুল তার নাহি হেরি
অনাথ করিলে সেই স্থান-চ্যুত করি !

১৩

বারেক নয়ন খুলে দেখ তুমি, হায় !—
কোথায় তুলিয়াছিলে !
কোথায়—ফেলিলে ঠেলে !
স্বর্গাধিক স্বর্গ সে যে—তুলিলে যথায় !
ফেলিলে এ প্রাণে আজ দেখ হে কোথায় !

১৪

কি ভীষণ এ পতন দেখ একবার—
সূচী-মুখ মাত্র স্থান
তুমি করেছিলে দান,
উঠিল এ প্রাণ—সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ড উঠিল !
খসিল এ প্রাণ—সঙ্গে কেহ না টুটিল !

১৫

সেই স্বর্গচ্যুত প্রাণ একাকী আমার,
ক্ষিপ্ত উল্কালতা প্রায়,
কেবলি কাঁদিয়া ধায়,
জগতে তাহার স্থান কোথাও না মিলে;
কি করি তুলিলে দেবি!—কি করি ফেলিলে!

১৬

কিন্তু তুমি নহ দোষী—আমি দুরাশয়!
সামান্য সাধনা করি'
স্বর্গের কামনা ধরি,
আমার গভীর সেই নাহি স্বার্থ দান—
প্রতিদান যার তব অপার্থিব প্রাণ!

১৭

মুছে ফেল অশ্রুজল পরাণ আমার,
আপন অদৃষ্ট-ফলে
আপনি অনাথ হ'লে,
কর নাই সে তপস্যা পুণ্য-বলে যার
সে স্বরগ রাজ্যে তব হ'বে অধিকার!

১৮

নহে সেই সাধনার এরূপ আচার

নিরাকারে পূজে যেই,
প্রণয় কি, বুঝে সেই ;
সাধ সেই মহাযোগ প্রাণ এইবার
ধ্যায়েন্নিত্যং এবে স্বধু পরমাত্মা তাঁর।

১৯

আইস দেখাই প্রাণ সে যোগ-পদ্ধতি—
এ তুচ্ছ যন্ত্রণা ভুলি,
সংসারের ঢাকা খুলি,
বিপুল ব্রহ্মাণ্ড যুড়ি সৃজিয়া মন্দির
কর পূজা আত্মাময়ী প্রেমদা দেবীর।

২০

অণু পরমাণু ধরি শূন্য ধরাতলে,
গন্ধ পুষ্প উপাদান
সংগ্রহ করহ প্রাণ,
নিরাকার মূর্ত্তি পদে গঠি পীঠস্থান
প্রথমে সে ঘোর স্বার্থ দেহ বলিদান।

২১

হৃদয়ে মথিলে প্রাণ উঠিবে চন্দন,
ওই গন্ধ পুষ্প সনে
মিশাইয়া সে চন্দনে

"যে দেবীর ছায়া সর্ব্বভূতে বিদ্যমান
সেই দেবী পদে" বলি কর তাহা দান।

২২

জগৎ! ফিরায়ে দাও প্রতিবিম্ব তাঁর—
প্রকৃতি! তোমার বক্ষে
রাখিয়াছি কক্ষে কক্ষে
তাঁহার আত্মার ছায়া করি স্তুপাকার,
দেহ আজ গঠি তাঁর মূর্ত্তি নিরাকার!

২৩

সুধাংশু!
শারদ পূর্ণিমা রাতে তোমার কিরণে
যে মধুর হাসি তাঁর
শিখায়েছি অনিবার,
জগৎ হইতে তাহা কর প্রত্যর্পণ
প্রাণের মন্দিরে দেবী করিব সৃজন।

২৪

মলয়! তোমারে নিত্য নীরব নিশায়
নিশ্বাস প্রশ্বাস তাঁর
শিখায়েছি অনিবার

ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণ হ'তে তাহা ফিরে
নির্ম্মাইব দেবী আমি প্রাণের মন্দিরে।

২৫

জাহ্নবি! তোমার বক্ষে নির্ম্মলতা তাঁর
ঢালিয়াছি অবিরল
স্নিগ্ধ করি তব জল
প্রকৃতির কণ্ঠ হ'তে দেহ তাহা ফিরে!
প্রাণের মন্দিরে আজ সৃজিব দেবীরে।

২৬

অবনি! তোমার বক্ষে যে মমতা তাঁর
তরু লতা সরোবরে
ঢালিয়াছি যত্ন ক'রে,—
ফিরাইয়া দেও সেই মমতা আমার—
প্রাণের মন্দিরে মূর্ত্তি সৃজিব তাঁহার!

২৭

হে প্রসুন!
তোমার ও দলে দলে এত দিন ধরি,
যেই পবিত্রতা তাঁর,
ঢালিয়াছি অনিবার,

কাঁদায়ে দেবতাকুল দেহ তাহা ফিরে,
নির্ম্মাইব দেবী আমি প্রাণের মন্দিরে।

২৮

লজ্জাবতী নাম তব, কাননবল্লরি!
ঢালিয়া সরম তাঁর
দিয়াছি আমি তোমার—
দেহ সে সরম তুমি আজ মোরে ফিরি—
সৃজিব এ প্রাণে আমি প্রাণের ঈশ্বরী।

২৯

কবিতে!
এই দীর্ঘ কাল ধ'রে তোমার ভাণ্ডারে
যে মধুর ভাষা তাঁর
ঢালিয়াছি অনিবার
শুধু সে মাধুরী দেহ ফিরায়ে আমারে—
প্রাণময়ী রূপে তাঁর সৃজিব তাহারে।

৩০

নমি তব আত্মারূপে **প্রাণের ঈশ্বরি**—
লহ স্বার্থ বলিদান—
নাহি চাহি প্রতিদান।

যেরূপে ব্রহ্মাণ্ডময় তুমি বিদ্যমান
সেই রূপে প্রাণে মম হও অধিষ্ঠান।

পাখী।

১

কে প্রধান এ জগতে—মানব, না, তুমি পাখি ?
যে কহে অধম তোরে,
সে নাহি বুঝিতে পারে,
কত সুখে সুখী তুমি, সংসারের উর্দ্ধে থাকি।

২

স্বভাবের প্রাণী তুমি, সতত স্বভাবে থাক!
যে আশা যখনি বুকে,
তখনি মিটাও সুখে ;
মুহূর্ত্তের তরে নাহি অভাব হৃদয়ে রাখ !

৩

ধরার রাজেন্দ্র হ'তে সম্পদ তোমার, পাখি!

শূন্য-মর্ত্ত চারিধার,—
সবি তব অধিকার ;
অবিরত ভ্রম তুমি, জগতের সুধা মাখি।

৪

রহিতে দীনের ঊর্দ্ধে, ধনবান, এ সংসারে,
ঐশ্বর্য্য প্রবাহ ঢেলে
অভ্রভেদী সৌধ তোলে—
তুমি সৌধশিরে বসি' উপহাস কর তারে !

৫

গঠে নর কীর্ত্তিস্তম্ভ, শিখর তুলি' অম্বরে—
সেই কীর্ত্তিস্তম্ভশিরে
চরণ পরশ ক'রে
ব'সে থাক, পাখি, তুমি আপন গৌরবভরে।

৬

ভুবন-বিজয়ী বীর—ধরা পদানত যা'র !
মানব, পূজিবে ব'লে,
তা'র প্রতিমূর্ত্তি তোলে ;
অবলীলাক্রমে, পাখি, ব'স তুমি শিরে তার !

৭

মানব যা কিছু উচ্চ ভাবে এই ভূমণ্ডলে—

কিবা শিল্প, কি স্বভাব,—
তোর কাছে পরাভব ;
বিহঙ্গ, সকলি তাহা রাখ তুমি পদতলে !

৮

প্রাণের মাহাত্ম্য কিবা বুঝিয়াছ তুমি, পাখি !
কা'রো প্রাণ নাহি চাও,
কারেও না প্রাণ দাও ;
জগত মোহিত তবু, বিহঙ্গ, তোমারে দেখি !

৯

অধীন কাহারো নও ; নিজে তুমি অধিপতি !
পুত্র পরিবার-দারা,
সবাই সক্ষম তারা ;
মানবে শিখাও তুমি, পাখি রে, স্বাধীন গতি ।

১০

এতই বৈভব তব ; তবু, বাসস্থান—শাখী !
কিবা ধন, কিবা যশ,
কাহারো না হও বশ,
কে প্রধান এ জগতে—মানব, না তুমি, পাখি ?

কলেজ রিইউনিয়ন। *

বুকের পাষাণ বারেক তুলিয়ে,
প্রাণের যাতনা তিলেক ভুলিয়ে,
নয়নের জল ক্ষণেক মুছিয়ে,
হাস বঙ্গবাসী আজি একবার।

দেখ দেখি এই সুখ সম্মিলনে,
বঙ্গের কয়টি উজ্জল রতনে
কি শোভা উথলে আজি এ ভবনে
কি প্রীতির ভার মুখে সবার।

আজীবন সুধু কাঁদিতে শিখিলে
সুধুই লুকায়ে মরমে দহিলে
সুহৃদ-সঙ্গমে কভুনা ভেটিলে
ফুটিয়া কহিতে প্রাণের ব্যথা।

দশে মিলে এ যে ভবের সংসার,
মায়া দয়া প্রেম জীবনের তার,

---

* উক্ত সম্মিলনীর তৃতীয় বার্ষিক সম্মিলনে এই কবিতা পঠিত হইয়াছিল।

দান প্রতিদান ধরার আচার,
চিত্ত-বিনিময় এখানে প্রথা।

আত্মপর জ্ঞান ভুলে একবার
ধন মান দম্ভ করি পরিহার,
দেখ দেখি খুলে হৃদয়ের দ্বার,
ওই দুখ সবি মরমে গাঁথা।

তবে কেন একা কাঁদি নিরজনে,
কেন নাহি মিলি স্বদেশীর সনে,
হাসিতে, কাঁদিতে, উল্লাসে, বেদনে,
ছার অভিমান এত কি বাধা ?

খুলে দাও তবে হৃদয়ের দ্বার,
এ জীব-ময় বিষাদের ভার
উঠুক উথলি অন্তরে সবার,
ভেসে যাক্ বঙ্গ গভীর স্রোতে।

প্রাসাদে কুটীরে, প্রাঙ্গনে, প্রান্তরে,
পথে, ঘাটে, মাঠে, পল্লীতে, নগরে,
যথা তথা এই বঙ্গের ভিতরে
মাতুক সকলে এ হেন ব্রতে।

যেই ক্ষীণ স্রোত ইথে উপজিবে,
অকূল জলধি তা হ'তে বহিবে,
আসমুদ্র গিরি তাহে উথলিবে
প্লাবিয়া বাঙ্গালী হৃদয়-তল।

অসাড় হৃদয়ে সঞ্চারিবে প্রাণ,
জীবনের স্রোতে বহিবে তুফান,
অনন্ত যাতনা হবে অবসান,
শুখাইয়ে যাবে নয়ন জল।

খুলে দাও তবে সম্মিলনী দ্বার
সংকীর্ণ হৃদয় করি সুবিস্তার,
দরিদ্র ধনেশ না করি বিচার *
পণ্ডিত অজ্ঞান না করি ভেদ।

দরিদ্রে ধনেশে নবীনে প্রবীণে
মিলিতে পারিলে হেন সম্মিলনে
এক স্রোতে হেন ভাসালে জীবনে
তবে সে ঘুচিবে মনের খেদ।

---

* ইহার পরবৎসর হইতে সম্মিলনী স্থলে প্রবেশের মূল্য গ্রহণ প্রথা উঠিয়া গিয়াছিল দেখিয়া লেখকের এ আশা পূর্ণ হইয়াছিল।

এ দুখ যে সুধু নহে হে আমার,
দেখ না তোমার হৃদয় মাঝার,
ওই দেখ চেয়ে অন্তর উহার,
একই যাতনা সবারি হৃদে।

একই শৃঙ্খলে বাঁধা সর্ব্বজনা,
একই বিপদে সবাই ধাবনা,
একই প্রমাদে সবাই বিমনা,
একি অভিলাষ সবারি চিতে।

দুখিনী বঙ্গের গিয়াছে সকলি
জরাজীর্ণ কটি প্রাণের পুতলি
মুখে হাহাকার, কক্ষে ভিক্ষা ঝুলি
মুমূর্ষু জীবনে সম্বল তাঁর।

ধন, মান, বল, শিক্ষা, দীক্ষা, ধ্যান,
আশা অভিলাষ সাধের পরাণ
দিলা বিধি বঙ্গে ঈষদ্ প্রমাণ
কোন্ অপরাধে না জানি মা'র।

দেখ বঙ্গবাসি দেখি একবার
দুখিনী মায়ের ক্রোড়েতে আবার

কতই রতন ওই চারিধার
বিরাজে তমসা বিনাশ করে।
নিরখিলে মরি একটি রতনে
আশা কিরে পুন উপজেনা মনে
উঠে নাকি আর তরঙ্গ জীবনে
নাচেনা কি চিত্ত আনন্দ ভরে ?

এ দুখ যে সুধু নহে হে আমার,
দেখ না তোমার হৃদয় মাঝার,
ওই দেখ চেয়ে অন্তর উহার,
একই যাতনা সবারি হৃদে।

একই শৃঙ্খলে বাঁধা সর্ব্বজনা,
একই বিপদে সবাই মগনা
একই প্রমাদে সবাই বিমনা
একি অভিলাষ সবারি চিতে।

দশে মিলে এযে ভবের সংসার,
মায়া দয়া প্রেম জীবনের তার,
দান প্রতিদান ধরার আচার
চিত্ত বিনিময় এখানে প্রথা !

আত্মপর জ্ঞান ভুলে এক বার
ধন মান দম্ভ করি পরিহার
দেখ দেখি খুলে হৃদয়ের দ্বার
ঘুচে নাকি তায় প্রাণের ব্যথা !

আজ বঙ্গবাসি ত্যজে অভিমান,
দেখ পরস্পরে বাঙ্গালীর প্রাণ,
উঠে কি না দেখ একটি তুফান
জীবনের নদে এ আনন্দে তার।

ওই দেখ চেয়ে বদনের তলে
ক্ষুদ্র মসিজীবী, রাজন্য মণ্ডলে,
কি আনন্দ স্রোত সবারি উথলে
এত সুখ ভবে আছে কি আর !

খুলে দাও তবে সম্মিলনী দ্বার
সংকীর্ণ হৃদয় করি সুবিস্তার
দরিদ্র ধনেশ না করি বিচার
পণ্ডিত অজ্ঞান না করি ভেদ।

মিলিতে পারিলে হেন সম্মিলনে
দরিদ্রে ধনেশে নবীনে প্রবীণে

এক স্রোতে হেন ভাসালে জীবনে
ঘুচিবে সে তবে মনের খেদ।

একদিন।

হৃদয়-মন্দিরে প্রাণ,
দেবীর চরণতলে
ছিল ঘুমাইয়া।
বিজন-মন্দিরে সেই
প্রাণীমাত্র নাহি ছিল
দিতে জাগাইয়া॥
অতীত পূজার বেলা,
অনশনে ক্লান্ত প্রাণ
ঘুমে অচেতন।
ধূলায় প'ড়েছে ঢলি,
পাষাণে ললাট পড়ি
স্বেদ ঝরে ঘন॥
কাতর বদন খানি
মুদিত নয়ন দু'টি
গেছে কিছু খুলে'।

দুই প্রান্তে অশ্রু-জল
ধারা দিয়ে পড়িতেছে
দেবী-পদমূলে ॥
দেবীর প্রতিমা খানি
বিরাজিত সিংহাসনে
পাষাণ-মূরতি ।
এক করে সুধাভাণ্ড,
আর করে বরাভয়,
ওষ্ঠে ঝরে প্রীতি ॥
সুগোল উন্নত গ্রীবা,
ঈষদ্ বঙ্কিমে নত
তাহে দু'নয়ন ।
পল্লবে আবৃত আধ,
আধ বিকসিত মৃদু
স্নেহে অচেতন ॥
সেই দৃষ্টি বিগলিয়া
প্রাণের অধরে মম
পড়িতেছে ধীরে ।
পূর্ণিমার আলো যেন
গিয়াছে মিশিয়া, শুষ্ক
সরসীর নীরে ॥

অনাবৃত নেত্র-পথে
পশিয়া সে ভাতি, মম
প্রাণের অন্তরে।
স্বপনের চন্দ্র মত
উজলিয়া অন্তঃস্থল,
স্বপন বিতরে॥

অতীত পূজার বেলা,
তথাপি নীরবে প্রাণ
আজ কি কারণ ?
একে তার ক্ষীণ দেহ,
তাহে ঘোর তপস্যায়
সদা নিমগন !

কি জানি কি হ'ল ভাবি,
মন্দিরের দ্বার ঠেলি,
হেরিনু গোপনে
দেখিনু নিদ্রিত প্রাণ,
ওই ভাবে আছে পড়ি
দেবীর চরণে॥

অস্থির হইনু আমি,
প্রাণের সে দশা বুকে
সহিল না আর।

‘প্রাণ—প্রাণ—প্রাণ’ বলি,
বিষম-কাতর-স্বরে
করিনু চীৎকার ॥
শিহরি উঠিয়া বসি
উন্মাদের মত প্রাণ,
চৌদিকে হেরিল।
শিহরি উঠিলা দেবী,
পাষাণ-নয়নে তাঁর
স্নেহ মিলাইল ॥

কোন এক সমালোচকের প্রতি।

১

কবির হৃদয় উন্মত্ত জলধি
তরঙ্গে তরঙ্গে তায়।
ত্রিদিব মদিরা বিদ্যুত প্রবাহে
উছলি উছলি ধায় ॥
ক্ষুদ্র প্রাণী তুমি তুলনায় তার
বারিবিন্দু সম নহ।

উপহাস কর নাহি ক্ষতি তায়
দূরে দাঁড়াইয়া রহ॥
কলুষিত করি দৃষ্টিপথ তার
সমুখে না রহ আর।
কেবলি মাধুরী ভাসিয়া বেড়াক্
নয়নের কাছে তার॥

২

তুমি জড়পিণ্ড সংসারের গাভী
গোশালে তোমার বাস।
কীলকের পাশে রজ্জুর বন্ধনে
বাঁধা রবে বার মাস॥
খাবে খোল খড় কর্দ্দম পূরিত
সলিল করিবে পান।
আবদ্ধ চরণে রাখালের ত্রাসে
করিবে দুগ্ধ দান॥
কবির মাহাত্ম্য তুমি কি বুঝিবে
কেন হিংসা কর তাকে।
ওই দেখ ফিরি রজ্জু তুলি হাতে
সংসার তোমায় ডাকে॥

৩

ফিরে যাও গাভি আপন গোয়ালে
বন্ধন গ্রীবায় পর।
ভণ্ড শিক্ষা দীক্ষা চর্ব্বন করিয়া
উদরেতে দুগ্ধ ধর।
পর হিত ব্রত ধরিয়া হৃদয়ে
মহর্ষি দধীচি প্রায়।
সংসারের সেবা কর অবিরত
কবি নাহি দুগ্ধ চায়।
থাকে পরকাল পাবে পুরস্কার
হবে তথা কল্পতরু।
নিজ ধর্ম্ম ভুলি কাব্যে কেন রত
ওহে সংসারের গোরু॥

৪

অবনত শিরে যাও যদি কাছে
কবি দিবে হৃদে স্থান।
বিদ্যুত ছটায় হেরিবে অমরা
অমৃতে পূরিবে প্রাণ॥
নন্দন সৌরভে ভরিবে আঘ্রাণ
চৈতন্য জাগিবে বুকে।

একে একে তার মাধুরী বিকাশ
হেরিবে পরম সুখে ॥
স্বপনেও যাহা দেখনি কখন
কল্পনা অতীত যাহা।
পীযূষে গলিয়া বিরাজিছে সদা
কবির হৃদয়ে তাহা ॥

৫

বিপুল ব্রহ্মাণ্ড আসি কাছে তব
ঢালিবে অমৃত বাণী।
ঘুচিবে বন্ধন গোজন্ম হইতে
মুক্ত হবে তব প্রাণী ॥
কিবা মায়া দয়া ভক্তি স্নেহ প্রেম
অকূল আকৃতি তার।
কখন হাসিছে কখন কাঁদিছে
নিরখিবে চারিধার।
জড় কি অজড় ক্ষুদ্র কি মহৎ
যা কিছু জগতে তার।
হেরিবে সকলি সেই সুধা পানে
স্নিগ্ধ করে প্রাণ তার ॥

যথা জলাশয়ে খেলা করে সুখে
নানা জাতি জলচর।
কবির হৃদয়ে ব্রহ্মাণ্ড তেমতি
ক্রীড়াশীল নিরন্তর॥
সে সুধা সেবিতে থাকে অভিলাষ
যাও অবনত শিরে।
না থাকে সে সাধ সংসারের গাভী
গোশালেতে যাও ফিরে॥

শশধর।

স্থান—গৃহ-চূড়; সময়—গভীর নিশি।

১

পারনা কি শশধর! ঢালিতে কিরণ—
এই দগধ পরাণে?
অনন্ত আকাশ-তল, অনন্ত এ ভূমণ্ডল
কর নিত্য আলোকিত কিরণ প্রদানে
পারনা কি এক বিন্দু ঢালিতে এ প্রাণে?

২

নিরেট—নির্ম্মম—ওই প্রকৃতির বুকে—
কেন এতই আদর?
ও কি আশা করেছিল, কিবা আশা না পূরিল
পূর্ণানন্দে পরিপূর্ণ উহার অন্তর,
ওকি জানে চন্দ্রালোক কত স্নিগ্ধকর!

৩

দুখী-মানবের মন এই স্নিগ্ধালোকে—
শশি, দেখ একবার,
গগনের কক্ষে কক্ষে, অকূল সাগর-বক্ষে
হেরিয়াছ কি নক্ষত্র—কি রতন ছার!
দেখ দেখি হতাশের হৃদয়-ভাণ্ডার।

৪

কত পৃথ্বী—কত বিশ্ব হয়েছে বিনষ্ট
এই প্রাণের ভিতরে—
কত তারা কক্ষ-চ্যুত, কত রত্ন ভস্মাবৃত—
আঁধারে পড়িয়া আছে কন্দরে কন্দরে—
কত নদী—কত সিন্ধু—শুষ্ক কলেবরে!

৫

হেন বক্ষ ছাড়ি তবে কেন শশধর
শূন্যে ঢালিছ কিরণ ?

যাহার বুকের মাঝে, নিরাশা আঁধারি আছে
কর তার বুক ভরি কৌমুদী ক্ষরণ
সে বুঝিবে কি মধুর তোমার কিরণ।

৬

কি মধুর বেশে শশি কিরণে তোমার—
আজ সজ্জিত ভুবন !
ঊর্দ্ধে—নীল নভস্তল, নিম্নে পৃথ্বী বক্ষস্থল
ভাসিতেছে শুক্লালোকে স্বপ্নের মতন !
পারনা কি ও আলোকে ভাসাতে জীবন ?

৭

শূন্য মরুভূমি ওই সুদূর প্রান্তর—
তাও শোভিছে কেমন !—
বালুকায় বালুকায় চন্দ্রকর-প্রতিভায়
কি বর্ণ—কি মূর্ত্তি—মরি করেছে ধারণ !
পারনা কি ওই বর্ণে রঞ্জিতে জীবন ?

৮

প্রাসাদের মূলে ওই “পদ্ম-সরোবর”
আজ কত মনোহর !
পূর্ণ বক্ষ জ্যোৎস্নায় রজতের সর প্রায়
আছে ঘুমাইয়া ওই সলিল নিথর,
ওই শান্তি দগ্ধ চিত্তে কতই সুন্দর !

৯

নিশানাথ !
এত শান্তি—এত সুধা—কেন অকারণ—
ঢাল ওই সরোবরে ?
শীতল হৃদয় যার কি স্নিগ্ধ করিবে তার,
নাহিক বিষের জ্বালা উহার অন্তরে,
বৃথা জ্যোস্না ঢাল তাহে এতই আদরে !

১০

অহো !
এই পূর্ণিমায় হেন প্রাসাদের চূড়ে—
আজ কতশত নরে,
খুলিয়া হৃদয় দ্বার দেখিতেছে বার বার,
কত শত সুখস্বপ্ন উন্মত্ত অন্তরে,
উথলিয়া জীবনের নিরুদ্ধ সাগরে।

১১

আর আমার মন!
সেই পূর্ণিমায়—সেই প্রাসাদ-শিখরে
বসি কি দেখি এখন!

নেত্রে ঝরে অশ্রুধার— বুকে ঢালা অন্ধকার
দগ্ধ আশা—দগ্ধ স্মৃতি—দগ্ধ মম মন
স্তূপাকার ভস্মরাশি আমার জীবন!

১২

শশধর!
কত দগ্ধ-হর্ম্ম্য-পথ কর আলোকিত
তব মধুর কিরণে!
বিনষ্ট পম্পের* বক্ষে, দগ্ধ-গৃহে কক্ষে কক্ষে
ঢালিতেছ এই শান্তি পীযূষ ক্ষরণে!
কেন নাহি ঢাল তবে এ দগ্ধ জীবনে?

১৩

পাতিয়া দিয়াছি বক্ষ কিরণে তোমার—
চিত্তে ঢাল একবার,

---

* The disinterred remains of the ancient city of Pompeii.

ছড়ায়ে জ্যোৎস্নারাশি   কর আলোকিত আসি
আঁধার আঁধারময় জীবন আমার
ভাঙাঘরে চাঁদ আলো দেখি একবার !

১৪

পারিবে না ?—বুঝিয়াছি—জ্যোৎস্নায় এ প্রাণ
কভু হাসিবে না আর,
তবে যদি মর্ম্মস্থলে—   যেই ক্ষীণ শিখা জ্বলে
জ্বলে উঠে কোন মতে আলোক তাহার
ত্রিদিব-পূর্ণিমা হৃদে হইবে সঞ্চার।

১৫

দুরাশা !—যে ক্ষীণালোক হ'য়ে ক্ষীণতর
ক্রমে হতেছে নির্ব্বাণ,
আজ কোন্ পুণ্যবলে   সে শিখা উঠিবে জ্বলে
কে করিবে তৈল সেক—কার হেন প্রাণ ?
যে করিত—সে যে আজ কঠিন পাষাণ।

—

আহবান। *

"আইস আইস আইস রীপন"
উঠে ঘন রোল বঙ্গদেশ যুড়ে।
পুরুষ রমণী নবীন প্রবীণ
"আইস আইস" ডাকে প্রাণ ভরে॥
ডাকে তরুকুল বাহু প্রসারিয়া
ধীরে সঞ্চালিয়া পল্লব গুলি।
নাচিয়া নাচিয়া ডাকিছে পতাকা
"আইস রীপণ—আইস" বলি॥
বাজিছে নৌবত "আইস আইস"
"আইস আইস" বাজে ঘন খোল।
বাজে ঐক্যতান বাজে শঙ্খ ঘণ্টা
"আইস আইস" ঘন উতরোল॥
জয় জয় নাদে পূর্ণ কলিকাতা
হিন্দু মুসলমান প্রভেদ না রয়।
হাসিতে হাসিতে রাশিতে রাশিতে
ঢালে পুষ্প, মুখে "রীপনের জয়"॥

---

* এই কবিতাটি "সময়" পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদকের ইচ্ছামত লিখিত হইয়াছিল।

সপ্তাহিক পত্রে স্বর্ণ অক্ষরে
"এস এস" বলি করে আবাহন।
প্রাসাদে প্রাসাদে জ্বালিয়া দেউটী
"রৌপণের জয়" করে সংকীর্ত্তন॥
সবাই ডাকিল সবাই পূজিল
সবাই গাহিল 'রৌপণ জয়'।
দেখিল শুনিল কেবলি "সময়"
"সময়" একাকী নীরবে রয়॥
সময়ের কার্য্য নহে এ সকল
ডাকেনা সে কারে, পূজেওনা কা'য়।
নীরবে হেরিয়া নীরবে শুনিয়া
আপনার পথে নীরবে ধায়॥
অশরীরী করি সৃজিল বিধাতা,
জ্ঞানময় করি, ভাষা হরি' নিল।
স্বধুই অনন্ত হৃদয় ঢালিয়া
অনন্ত আকার গঠিয়া দিল॥
উচ্চ নীচ নাই নাহি ভেদাভেদ
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া প্রাণের বিস্তার।
হেরিল, শুনিল,— অমনি বুকেতে
গভীর রেখাটি পড়িল তার॥

নীরব বলি সে অকৃতজ্ঞ নহে,
আপনার কাযে নিরত ছিল।
জগৎ জুড়িয়া বিপুল হৃদয়ে
রীপণের নাম লিখিয়া নিল॥

ভকতের কথা কহিলে কি ফুটে ?
ভকতির কভু আছে কি ভাষা ?
পূজিতে যে জানে বুঝে সেই জন
কথায় মেটে না পূজকের আশা॥

ভক্তি প্রেম স্নেহ কঠিন বন্ধনি,
অন্তরে বাঁধিলে তবে সে কসে।
ভাষার ডুরিতে বাঁধিলে তাহারে
প্রতিকূল বায়ে সহজে খসে॥

পূজ্য যেই জন তাঁহারে পূজিতে
আছে কি ভাষার হেন উপাদান ?
এত কি সে হীন ? স্বীয় যশ গীতে
প্রীত কিরে কভু তাঁহার প্রাণ ?

শুন, কবি ভনে, পূজিবে যে জনে
খুঁজিবে সতত কামনা কি তাঁর।
প্রাণ পণ করি দিবস সর্ব্বরী
তাহা পূর্ণ কর—পূজা নাম তার॥

দীপণের সাধ উদ্ধারিতে এই—
পতিত হিন্দুর অতীত নাম।
পূজিবে সে যদি, করি দৃঢ় ব্রত
পূর্ণ কর সবে তাঁর মনস্কাম॥

কারে ডাক জলধর!

১

মথিয়া অনন্ত শূন্য মর্ম্মভেদী স্বরে, কারে
ডাক জলধর?
সাধনার ধন যাহা, মিলে কি কাঁদিলে তাহা,
যুগ যুগান্তর!
প্রাণের আঁধারে জ্বলে, প্রাণের আঁধারে নেবে
প্রাণে যাঁর স্থান।
প্রাণের বাহিরে তাঁরে, কাঁদিয়া ডাকিলে, তবু—
মিলেনা সন্ধান॥
জুড়াতে প্রাণের তৃষ্ণা, বিহঙ্গ অনন্ত পথে
উধাও কাঁদিয়া।

প্রাণের সৌরভ খুঁজি, কুরঙ্গ বিশাল বন
ভ্রমিছে ছুটিয়া ॥
আশা,—জীবনের ভ্রান্তি, কল্পনার প্রস্রবিনী,
যন্ত্রণার মূল।
বিকৃত প্রবৃত্তি আশা,— জীবের পার্থিব মায়া,
কলুষ বিপুল ॥
সেই আশা হৃদে ধরি, হৃদয়ের ধনে তুমি
ডাক জলধর!
আশা না ভুলিলে কভু, মিলে কি আশার ধন
অবোধ অন্তর!

২

সাধিতে না জানে যেই, রোদন সম্বল তার
অকৃতি সে জন,
প্রাণের তৃষিত ধন, কাঁদিলে না মিলেরে—
সম্বর রোদন ॥
হের এই হৃদিতল— কি দশা হইয়াছিল
কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
মথি শূন্য ধরাতল, কেঁদেছি চীৎকার করি
তাহারে ডাকিয়া ॥

শিহরিত পঞ্চভূত, ব্রহ্মাণ্ড উঠিত কাঁদি,
আমার রোদনে।
মেদিনী কাতরা হ'য়ে, হৃদয়ে জড়া'য়ে মোরে
ধরিত যতনে॥
ওই চন্দ্র সূর্য্য তারা, হৃদয়ের অন্ধকারে
জ্বলিতে চাহিত।
ওই বিহঙ্গমকুল শূন্য করি কণ্ঠ, প্রাণে
সঙ্গীত ঢালিত॥
ওই বন উপবন, ঐশ্বর্য্য তুলিয়া তার
দিত উপহার।
গিরি নদী সিন্ধু ওই, সম্মুখে ধরিত খুলি
হৃদয় ভাণ্ডার॥

৩

যা কিছু বৈভব ভবে সেই শূন্য হৃদি তলে
উঠিত উথলি।
আমার প্রাণের রত্ন ব্রহ্মাণ্ড খুঁজিয়া নাহি
মিলিত কেবলি॥
জগৎ আকুল ক'রে উঠেছিল যে রোদন
সেই সে রোদন—

হৃদয়ের দ্বারে তাঁর একটি আঘাত নাহি
করিত কখন ॥
তোমার হৃদয়ময়ী ওই চপলার মত
থাকিয়া থাকিয়া।
প্রাণের আঁধারে মম জ্বলিয়া,—সে অন্ধকারে
যাইত নিবিয়া ॥
বিপুল ঐশ্বর্য্য পূর্ণ, অন্ধের হৃদয়রাজ্য
যেমতি আঁধার ॥
তেমতি এ পূর্ণ প্রাণ, আঁধারে রহিত ডুবি
বিহনে তাঁহার ॥
তখন বুঝিনু স্থির পার্থিব বৈভবপূর্ণ
হৃদয় আমার।
আশা, তৃষ্ণা, অভিমান, রূপান্তরে স্বার্থ যথা
নহে স্থান তাঁর ॥

৪

বসিলাম যোগাসনে, সৃজিতে আশ্রম নব
হৃদয়ে আমার।
সুখ-দুখ-অভিলাষ, সংযত করিয়া, চিত্ত
করিনু সংস্কার ॥

ভূত ভবিষ্যৎ ভুলি, সেবিলাম বর্ত্তমানে
আনন্দের ভরে।
প্রাণের অতল তলে, ডুবিলাম একা আমি
সাধনার তরে॥
পূর্ণ করি সেই পুরি, ডাকিনু কাতর-স্বরে
দেবীরে আমার।
অনন্ত সে প্রাণ-পুরি, উজলিয়া বিকাশিল
প্রতিভা তাঁহার॥
স্বার্থের বিপুল বিশ্ব গ্রাসিতে, সহসা প্রাণ
হইল অস্থির।
আকুলিয়া আলোড়িয়া, উৎক্ষেপিয়া প্রোৎক্ষেপিয়া
চূর্ণ করি তীর—
দুরাশার মহাসিন্ধু, আঁধার সে হৃদিতলে
গেল শুকাইয়া।
শুষ্ক বেলাভূমে তার, পিপাসার মহানদী
গেল মিলাইয়া॥

৫

মৃৎময় বারিময়, কাষ্ঠময় শিলাময়
বসুধা আকৃতি।

সূর্য্যময় চন্দ্রময় গ্রহময় শূন্যময়
অনন্ত প্রকৃতি ॥
শূন্য করি অন্ধকার, খসিয়া হইল চূর্ণ
নিভৃত অন্তরে।
সে মহাশ্মশান-স্থলে, সৃজিনু মন্দির আমি
আত্মার প্রাচীরে ॥
সংযমে যুড়িয়া প্রাণ তৃপ্তির অতল তল
করিয়া বিদার।
অক্ষুব্ধ পবিত্র বারি, মন্দিরের পদমূলে
করিনু প্রচার ॥
শান্তি নামে সেই নদী, প্রবাহিত আজ তথা
কর দরশন।
হের তার দুই তীরে, "আত্মদান" নামে তরু
করেছি রোপণ ॥
দেবী প্রতিভার আভা, করি ঘনীভূত—তায়
গঠিনু আকৃতি।
প্রবেশি মন্দিরে হের, প্রতিষ্ঠা করেছি সেই
দেবীর মূরতি ॥

৬

এ নহে সে দেবী মম, সারদ উৎসবে যাঁর
বাঙ্গালীর ঘরে।

মাটীর প্রতিমা গঠি, রাঙ্ অলঙ্কার দিয়ে
উপাসনা করে ॥
বনজাত তৃণ তুলি, সুলভ গাঙ্গেয় ঢালি
অর্চ্চনা যাঁহার।
ধনং দেহি মানং দেহি, "দেহি দেহি" একি মন্ত্রে
আরাধনা যাঁর॥
এ নহে সে দেবী মম, পরমার্থ প্রদায়িনী
যাঁর নিরাকার!
কাননে ভূধরে বসি, ধ্যান-মগ্ন ঋষি-কুল
পূজে অনিবার॥
জীবন্ত এ দেবী মম, প্রেমশক্তি প্রদায়িনী,
সদা প্রফুল্লিতা।
স্মৃতি-পদ্ম বিরাজিনী, পূর্ণ প্রীতি বিধায়িনী
সদা দয়ান্বিতা॥
পরকাল হ'তে দূরে বিরাজিতা এ সংসারে
তবু সাধনায়।
প্রাণের মন্দিরে মম, সতত প্রসন্নময়ী
কল্পতরু প্রায়॥
হেরিয়াছ কিবা ধ্যান, শুনিয়াছ কিবা স্তুতি
জীবের সংসারে।

শুন আজ কোন্ মন্ত্রে, পূজি প্রাণেশ্বরী মম
কিরূপ আচারে—

স্তোত্র।

দেবি!

আবৃত শরীরে তুমি চক্ষুর কণিকা জালে
বিরাজ আমার।
স্পর্শ শক্তি রূপে তুমি এই শরীরের ত্বকে
সতত প্রচার॥
শব্দ শক্তি রূপে তুমি শ্রবণের মূলে মম
কর অবস্থান।
জ্ঞান রূপে চিত্তে মম ঢালিয়া অমৃত ধারা
তুমি বিদ্যমান॥
দর্পণ বিহীনে যথা আপন আকৃতি কিবা,
নহে অনুমান।
তোমা বিনা সেই রূপ প্রাণের ব্রহ্মাণ্ড মম
নহে বিদ্যমান॥
তুমি মম—আমি তব, যেই তুমি, সেই আমি,
নহি ভিন্নাকার।

তব অপার্থিব রূপে　　আমারো তদ্গত প্রাণে
করি নমস্কার॥

৮

প্রাণের হারান ধন　　চাহ যদি জলধর
সম্বর রোদন।
আপন হৃদয় তলে　　মগ্ন হয়ে অবিষাদে
কর অন্বেষণ॥
আপনার সাধনায়　　নহে উপার্জ্জিত যাহা
সে কি রে সে ধন!
প্রাণ কাঁদে যার তরে　　ভিক্ষায় মিলিলে তাহা,
জুড়ায় জীবন?
সাধিতে যে জন জানে　　কঠোর সাধনে তার
সকলি আপন।
সে জন কি ভুলে কভু　　কোথায় বিরাজে তার
হৃদয়ের ধন॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড খুঁজি　　যে ধন পা'বার নয়
প্রাণের মন্দিরে—
হৃদয়ের অন্ধকারে　　দেবীরূপে সেই ধন
সতত বিহরে॥

"তুমি মম"—ভাবি যেই খুঁজে সেই অমরীরে
ভকত সে নয়।
"আমি তব"—ভাবি যেই করে তাঁর উদ্বোধন
তাহারে সদয়॥

মহাত্মা কৃষ্ণদাস পালের স্মৃতি।

১

কোথা কৃষ্ণদাস! কোথা গেলে তুমি,
ভাসাইয়া বঙ্গ শোকের সাগরে।
ধনাঢ্য, কাঙ্গাল, নবীন, প্রবীণ,
ডাকিছে তোমায় আকুল অন্তরে॥
গিয়াছে সর্ব্বস্ব হয়েছি ফকির
আছিলে হে তুমি দরিদ্রের ধন।
অনাথ করিয়ে বঙ্গের সন্তানে
কৃষ্ণদাস তুমি কোর'না গমন॥
রাজার সহায়, প্রজার সুহৃদ,
বিপন্নের আশা, নির্ব্বাকের ভাষ।
দীন বঙ্গদেশে কল্পতরু বেশে
বিপদ-ভঞ্জন ছিলে কৃষ্ণদাস॥

বিভোর আছিলে ঘোর উদ্দীপনে
গভীর প্রতীক্ষা হৃদিতলে ধরি।
অকূল কামনা ধরিলে হৃদয়ে
চলিলে বিপুল সাধনা করি॥
নবীন জীবনে পশিলে সংসারে
নবীন জীবনে তেয়াগিলে প্রাণ।
রহিলে দুদিন সহিলে অশেষ
কৃষ্ণদাস তব নাহি প্রতিদান॥

২

ধন্য জন্মে ছিলে তুমি কৃষ্ণদাস!
উজ্জ্বল করিলে এই বঙ্গভূমি।
যশের সৌরভে পূরিল জগত
বড় ভাগ্যবান কৃষ্ণদাস তুমি॥
শিখেছিলে ধন্য ধন্য লিখেছিলে
ধন্য ব্রত তব—ধন্য তব জ্ঞান।
রাজেন্দ্র প্রভাব দেবেন্দ্র মহিমা
হৃদয়ে তোমার ছিল বিদ্যমান॥
আছিলে কাঙ্গাল তুমি কৃষ্ণদাস,
রাজা পাদশাহ দুয়ারে তোমার।

কে নাহি জানিত কে নাহি মানিত
কে নাহি ধারিত তোমার ধার ॥
করিলে যশস্বী যশ-প্রয়াসীরে
পদ-প্রয়াসীরে দিলে পদ তাঁর।
অনাথের নাথ দুর্ব্বলের বল
কৃষ্ণদাস তব মহিমা অপার ॥
ধনীর বৈভব জ্ঞানীর গৌরব
মানীর সম্মান রেখেছিলে তুমি।
তব অদর্শনে ওহে কৃষ্ণদাস
আঁধার হইল আজ বঙ্গভূমি ॥

৩

দাঁড়াও বারেক কালের প্রবাহ,
পশ্চাত ফিরিয়া দেখ এক বার।
দুখিনী বঙ্গের কি দশা করিয়ে
লয়ে যাও তুমি কৃষ্ণদাস তাঁর ॥
রাজার প্রাসাদ দীনের কুটীর
পথ হাট মাঠ ভাসে অশ্রুনীরে।
ছয় কোটি প্রাণী যাচে পদ ধরি
দেহ কাল-স্রোত ! কৃষ্ণদাসে ফিরে ॥

রতনের খণি ছিল বঙ্গভূমি
তব অত্যাচারে শ্মশান আকার।
অনাথিনী করি দুখিনী বঙ্গেরে
হরিও না কাল! কৃষ্ণদাস তাঁর॥
অভাব কি তব! কত মহারত্ন
উদরে তোমার করিছ ধারণ।
মরুভূর নীর আঁধারের আলো
কৃষ্ণদাসে তুমি কর প্রত্যর্পণ।
অথবা তোমারে বৃথা এ সাধনা
সে মমতা নাই তব হৃদিতলে।
দুখীরে কাঁদাতে উল্লাস তোমার
এই পরিচয় চিরদিন দিলে॥

৪

না—না—ভ্রম মম! ছিল না চেতন
অকারণ আমি কাঁদিলাম তাই।
মুছ অশ্রুজল, নাহি তাঁর নাশ
বলিও না আর কৃষ্ণদাস নাই॥
অমর সে নর নাহি তাঁর নাশ

হৃদয়ে হৃদয়ে যাঁহার নিবাস।
বাঙ্গালীর হৃদে রবে চিরদিন
"কাল" পরাজয় করি কৃষ্ণদাস॥
চেতনা মেলিয়ে দেখ বঙ্গবাসি!
এক বার তব হৃদয় মন্দিরে।
প্রতিভা-মণ্ডিত কৃষ্ণদাস ছবি
খোদিত তথায় সজীব আঁখরে॥
জ্ঞান-বিস্ফারিত আয়ত লোচন
বিশাল ললাট—ওষ্ঠ মধুময়।
কালের প্রবাহে বুকের এ ছবি
বঙ্গবাসি! কভু হবে না ক্ষয়॥
এত দিন ছিল নয়নে তোমার
কৃষ্ণদাস আজ হৃদয়ের মাঝে।
"কৃষ্ণদাস নাই" কৃতঘ্নের ভাষা
অহৃদি যে জন তাহারেই সাজে॥

৫

এস কৃষ্ণদাস! ছয় কোটি প্রাণী
খুলিয়া রেখেছে হৃদয়ের দ্বার।
হৃদয়ের ধন তুমি বাঙ্গালীর

হৃদয়ে করিব প্রতিষ্ঠা তোমার ॥
রবে যত দিন এই বঙ্গভূমি
রবে যত দিন সন্তান তাঁহার।
মোহিত করিয়া অসীম সংসার
তোমার মহিমা করিবে প্রচার ॥
হেলায়ে লেখনী ছড়া'লে উপাধি
রাজা মহারাজ নবাব আমীর।
দেশ দেশান্তরে ভক্তিভরে তাঁরা
করিবে ঘোষণা তোমার কীর্ত্তির ॥
বুঝিল ইংলণ্ড বাঙ্গালীর সাধ
তুমি সে লেখনী ধরিলে তাই।
বাঁধিলে ইংরাজে লেখার বন্ধনে
মেকলের মুখে পড়িল ছাই ॥
কীর্ত্তিমান তুমি ছিলে কৃষ্ণদাস!
তব যশস্তম্ভ বঙ্গদেশ ময়।
মুছিয়ে নয়ন বঙ্গের সন্তান
বল সবে আজ "কৃষ্ণদাস জয়" ॥

মানব ও প্রকৃতি।*

মানব। শূন্য মর্ত্ত্য পূর্ণ করি ভীষণ গম্ভীরে
উঠিছে কঠোর ধ্বনি—"দেহ প্রসারিয়া,"
না পারি বুঝিতে ইহা প্রপঞ্চ কাহার!
নহে মাত্র আজ—এই দারুণ শ্মশানে
কি প্রভাত, কি মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন, যামিনী
যখনি প্রবেশি, শুনি এ ভীষণ ধ্বনি!
নিরখি চৌদিকে,—ঊর্দ্ধে স্থাপিলে নয়ন,
ওই শূন্য অনন্তের বিরাট হৃদয়
ফাটিয়া, অতল তার অন্তঃস্থল হ'তে
ঢালি বিভীষিকা, বক্ষে উঠে এই রব—
"দেহ প্রসারিয়া"—এই শবদ প্রবাহে
ও নিবিড় মেঘপুঞ্জ তুলারাশি মত
অনন্ত আকাশ বক্ষে হয় প্রসারিত!
ভাস্কর চন্দ্রমা গ্রহ উপগ্রহ যত
দ্রবিয়া কৌমুদীরূপে অকূলপ্রসারি

---

* সাবিত্রী লাইব্রেরীর একটী বাৎসরিক অধিবেশনে ইহা দুইটি বালক কর্তৃক আবৃত্ত হইয়াছিল।

এক এক জ্যোতির্ম্ময় বিশ্বে পরিণত।
অনন্ত ও শূন্য এই শবদ প্রবাহে
আপন পরিধি যেন করি প্রসারিত
দিক্‌ দিগন্তরে বেগে হয় প্রধাবিত!
কি যে তীব্র উদ্দীপনা মিশ্রিত এ রবে—
নাহি জানি! বোধ হয় পরশে ইহার
তড়িতপ্রবাহে প্রাণ হয় প্রবাহিত!
কোথা হ'তে উঠে রব লক্ষ্য নাহি পাই—
কেবা কয়, কারে কয়, না পাই খুঁজিয়া!
"দেহ প্রসারিয়া" রবে পরিপূর্ণ ব্যোম
মন্ত্রমুগ্ধবৎ আমি ভ্রমিয়া বেড়াই।
স্থাপিলে নয়ন ওই তরুকুল পানে
প্রসারি অসংখ্য বাহু চাহি মোর প্রতি
কহে যেন সমস্বরে—"দেহ প্রসারিয়া";
ওই ক্ষুদ্র লতা তৃণ—উহারাও যেন
সঞ্চালিয়া কর, মোরে ইঙ্গিত করিয়া
কহিতেছে নিরন্তর "দেহ প্রসারিয়া"!
তটিনী তড়াগ সর যখনি নেহারি
হিল্লোলে হিল্লোলে যেন বাসনা তাহার
ছড়াইয়া নেত্রপথে, কহে অবিরত

"দেহ প্রসারিয়া"। এই নির্ব্বাক মেদিনী
অর্থহীন—ভাবহীন—মৃত্তিকাবিস্তার
উহাও—উহাও যেন সজীব ভাষায়
কহে মোরে নিরন্তর—"দেহ প্রসারিয়া";
কি দিব প্রসারি আমি পারি না বুঝিতে।
কে তুমি, কোথায় তুমি, কোন্ অভিলাষে
"দেহ প্রসারিয়া" মোরে কহ নিরন্তর?
মানব—দানব—দেব যেবা তুমি হও
আইস সম্মুখে—মোরে দেহ দরশন।
প্রকৃতি। মানব! প্রকৃতি আমি সম্মুখে তোমার,
হেরি তোমা প্রতিদিন কাতর বদনে
ভ্রমিতে একাকী এই ভীষণ শ্মশানে;
অন্তরের পীড়া তব উথলি আবেগে
নয়নে—বদনে—অঙ্গে পড়িছে ঝরিয়া,
সৌভাগ্যের লীলাক্ষেত্র ললাটে তোমার
ঘোর বিষাদের মেঘ পড়েছে আবরি;
নয়নযুগল দুই জ্ঞান-নির্ঝরিণী
রোধিয়াছে ভাবনার ভীষণ পাষাণ;
উৎসাহে—সাহসে স্ফীত উরস তোমার
বিদারিয়া বহিতেছে নিরাশার নদী;

বিষম পীড়ায় তুমি পীড়িত মানব।
নিরখি তোমার ওই দারুণ যন্ত্রণা
ব্যথিত আমার এই অনন্ত হৃদয়।
তাই সে যন্ত্রণা তব ঘুচাবার তরে
কহি তোমা নিরন্তর "দেহ প্রসারিয়া"।
মানব। তুমি সে প্রকৃতি—আর এই তব ভাষা!
বিধাতা কি আজ তবে নূতন করিয়া
সৃজিল হৃদয় তব অভাগার তরে!
তুমি সে প্রকৃতি—আর এ তব মমতা!
তিষ্ঠ ক্ষণকাল,—আগে হৃদিতল হ'তে
মুছে ফেলি স্মৃতি মম—অতীত আমার
দেই ডুবাইয়া ঘোর বিস্মৃতির নীরে,
তবে সে আমার এই নিদারুণ প্রাণ
প্রকৃতি ভাবিয়া তোমা হৃদে দিবে স্থান।
একবার—দুইবার—নহে তিনবার—
হয় না স্মরণ আজ কত শত দিন
শৈশবের অঙ্কুরিত প্রাণের মঞ্জরী
যৌবনের সুরভিত প্রস্ফুট পরাণ—
আর প্রৌঢ় জীবনের এই শুষ্ক প্রাণ—
ঘ্রাণহীন—ম্লানবর্ণ—ছিন্ন ভিন্ন দল

অঞ্জলি পূরিয়া তব চরণের তলে
ঢালিতে ঢালিতে, কোথা—কোথায় বলিব !
এই শূন্য ধরাতলে কোথা সেই স্থান
যথায় না ভ্রমিয়াছি কাঁদিতে কাঁদিতে !
উষা রূপে দিবে দেখা সুদূর পূরবে—
রূপান্তরে ভাবান্তর হয় যদি কিছু
সেই আশা হৃদে ধরি, সুদীর্ঘ যামিনী
অনিদ্র—অনন্যচিত্তে একাকী এ প্রাণ
করিয়াছে পূর্ব্বাসার দ্বারে অবস্থান ;
ধরিলে মধুর বেশ—হাসিলে আপনি
অন্তরে যা ছিলে তাই—কেবলি পাষাণী !
সন্ধ্যারূপে দিবে দেখা সুদূর পশ্চিমে—
কোমল সে রূপে যদি রহে কোমলতা
ভাবিয়া, সুদীর্ঘ দিবা একাকী এ প্রাণ
করিয়াছে পশ্চিমের প্রান্তে অবস্থান ;
ধরিলে মধুর বেশ—হাসিলে আপনি
অন্তরে যা ছিলে তাই—কেবলি পাষাণী !
সাগরে, ভূধরে, শূন্যে, প্রান্তরে, কাননে,
বসন্তে, শরতে, শীতে, হেমন্তে, নিদাঘে,
প্রতিদিন প্রাণ, তব মমতার আশে

কি দিবস, কি সায়াহ্ন, মধ্যাহ্ন যামিনী
করিয়াছে অবস্থান দণ্ডপল গণি,
যে তুমি সে তুমি—এই কুহকিনী রীতি;
কোমল হৃদয় কবে করেছ প্রকৃতি!
অকস্মাৎ আজ তব এ হেন মমতা!
কেমনে ভুলিব তব চিরন্তন প্রথা!
একা আমি নই—এই বিশাল ভারতে
প্রাসাদে—কুটীরে—পথে যথায় তথায়
এই দুখে আর্য্যসুত কাঁদিয়া বেড়ায়।
আছে যদি আঁখি—তবে হেরিতেত পাও,
শ্রুতি যদি আছে—তবে করত শ্রবণ,
আর এ মমতা যদি—আছে তব প্রাণ,
তথাপি—তথাপি তুমি সতত নির্ব্বাক্!
কেমনে বুঝিব তব হৃদে পড়ে দাগ।
ওই অভ্রভেদী রাজপ্রাসাদ হইতে
মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস হৃদয়ে তোমার
বহিতেছে নিরন্তর অনল উত্তাপে,
ওই পর্ণকুটীরের অন্ধকূপ হ'তে
হাহারব প্লাবিয়াছে হৃদয় তোমার!
আর চির-অভাগিনী ভারত রমণী,

অতল গভীর তাঁর মর্ম্মস্থল হ'তে
ঝরিতেছে দুনয়নে অবিরল ধারা—
সেই অশ্রুপাতে তব অনন্ত হৃদয়
হইতেছে কলঙ্কিত দিবস রজনী,
তথাপি যে তুমি সেই—কেবলি পাষাণী।
আছে যদি বক্ষে তব এ কোমল স্থান
কেন না মিশায়ে লও এই কটি প্রাণ!

প্রকৃতি। অবোধ মানব তুমি—নাহি তব মতি,
বুঝিতে না পার তুমি প্রকৃতির নীতি!
তোমার জাতির রীতি, একা তুমি নও,
শূন্য নেত্রে হের শুধু শিখিতে না চাও,
সে জ্ঞান থাকিত যদি ঘটে কি কখন
সেই আর্য্যাবর্ত্তে আজ দুর্দ্দশা এমন?
দেখেছিলে পুরাকালে জীবন্ত প্রমাণ
প্রবেশিল হিন্দুস্থানে যবে মুসলমান,
দেখেছিলে কি প্রথায় উঠিল সে জাতি,
হেরিয়াছ কি প্রথায় পরে অবনতি—
চিলন্ওলায় হের—হের পানিপথে
হের ওই লক্ষ্ণৌয়ে—হের পলাশিতে
হল্‌দিঘাটে পথে মাঠে নেহার মিবারে;

ভস্মরাশি আজো মম হৃদয়ে ধরিয়া
রাখিয়াছি তোমাদের শিক্ষালাভ তরে।
সেও হেরিয়াছ, আজো কর দরশন
ইংরাজ-ইলবার্টবিলে জীবন্ত প্রমাণ।
কি ফল দেখিয়া যদি শিখিতে না চাও!
কে ঘুচাবে দুঃখ যদি নিজে না ঘুচাও!
শিক্ষার অনন্ত-পত্র হৃদয় আমার
রেখেছি খুলিয়া—হের সম্মুখে তোমার।
যত কর অধ্যয়ন তত পাবে জ্ঞান;
সুখ দুঃখ মানবের আলস্যের ভাণ।
সাধিতে জানে যে জাতি, সিদ্ধিলাভ তার।
আকাঙ্ক্ষা—সাধন বিনা শুধু যন্ত্রণার।
শিক্ষা—দীক্ষা—ধন—জ্ঞান, যা কিছু আপন
দেহ প্রসারিয়া, যদি ঘুচাবে বেদন।
আত্মপর যাও ভুলি, ত্যজ অভিমান,
প্রকৃতির মত কর প্রসারিত প্রাণ।

কুসুম।

১

কুসুম! তোমারে যখনি নিরখি
তখনিরে তুমি মাধুরীময়ই।
অধরে তোমার রাখি আঁখি দুটি
সুধার সাগরে মগন হই॥
শূন্য ধরি বুকে, ভাস যেন সুখে
অবনী তোমার নয়নে ছার!
এত শোভা পর এত সুধা ধর
এতই বিভোর প্রণয়ে কার?
বুকে খোল বাস মুখে তোল হাস
সুবাসে হাসিটি জড়ায়ে যায়।
মুকুলে মাধুরী মাধুরী ফুটনে
গুটনে মাধুরী উথলে তায়॥
কারো নহ যদি, দেহ অনুমতি
চিরদিন তরে তোমারি হই।
না চাহি ছুঁইতে না চাহি তুলিতে
দূরে হ'তে প্রাণ মিশায়ে রই॥

২

X আশার কাননে ছিল রে আমার
একটি কুসুম তোমারি মত।
অঙ্কুরে মাধুরী মুকুলে মাধুরী
মাধুরীর ভারে রহিত নত॥
দুটি আঁখি ভরি, তাহার অমিয়া
ঝরিয়া পড়িত আমার বুকে।
জগত ফেলিয়ে সেই ফুল ল'য়ে
রহিতাম আমি সদাই সুখে॥
মিটাইত ক্ষুধা পাড়াইত ঘুম
সকলি আমার ছিল সে ফুলে।
ম্লান হয় পাছে যেতাম না কাছে
পরশ আঘ্রাণ ছিলাম ভুলে॥
দিবস সর্ব্বরী তিল তিল করি
মাধুরী তাহার লইল লুটি।
তদবধি যেন সবি শূন্যময়
দিশেহারা মোর নয়ন দুটি॥

৩

সে মাধুরী আজো আছে চোখে আঁকা

সুধা তার আজো মাখান বুকে।
ছায়াটি তাহার জড়ায়ে হৃদয়ে
ভ্রমিয়া বেড়াই এখনো সুখে॥
তারি মত বেশ কুসুম! তোমার
সেই হাসি টুকু অধরে পর।
তেমতি অকূল সুধার সাগরে
কুসুম! তুমিও হৃদয়ে ধর॥
খুলে বল দেখি তুমি সেই নাকি
সে বিনে এ শোভা কাহারো নাই।
জগত ভ্রমিয়ে দেখেছি খুঁজিয়ে
কোথাও না এত মাধুরী পাই॥
বল ত্বরা করি ধরিতে না পারি
হৃদয় মথিয়া উথলে প্রাণ।
চাহি না ছুঁইতে চাহি না পরিতে
দূরে হ'তে বক্ষে কর প্রাণ দান।

৪

কহিল কুসুম "একি তব ভ্রম!
সরম না হয় কা'রে কি কও।
আর কোথা যাও যদি দেখা পাও

আমি ছিনু যার তুমি সে নও॥
প্রাণ দিনু যায় হারায়েছি তায়
সে আমার আর আপন নয়।
পেয়েছে সে ব্যথা সে কি আসে হেথা
অভিমান তার হৃদয়ময়॥
বক্ষ করি খালি দিনু সুধা ঢালি
হৃদয়ের মম পাঁজর খুলে।
মম ভাগ্যদোষে অনাদরে শেষে
সে আমারে আজ রহিল ভুলে॥
ছায়াটি ফেলিয়ে সে গেল চলিয়ে
হৃদয়ে সে ছবি রহিল আঁকা।
সে ছায়া মুছিতে হৃদি পরশিতে
দলে দলে ছবি হইল মাখা॥"

"তাহারি হইয়ে জনমিনু আমি
তাহারি হইয়ে অঙ্কুর ধরি।
তাহারি হইয়ে মুকুল হইনু
তাহারি হইয়ে ফুটিয়া পড়ি॥
দিবস যামিনী করি তারি ধ্যান

রেখেছি এ প্রাণ তাহারি তরে।
কভু যদি তার দেখা পাই পুন
তাহারি সমুখে পড়িব ঝোরে॥
দেখিতে না পাই নাই বা দেখিনু
দেখিলে কি তায় অধিক সুখ।
জগত ভরিয়ে আছে সে আমার
আছে সে আমার ভরিয়ে বুক॥
প্রখর নিদাঘ দারুণ বরিষা
হৃদয়ে আমার লুটিয়া পড়ে।
তথাপি এ প্রাণ কোমল করিয়ে
রাখিয়া দিয়াছি তাহারি তরে॥"

৬

"তুমি কোন্ ছার তুলনায় তার
লাজ নাহি হয় প্রণয় চাও।
চরণের তলে জগত ঢালিলে
এ প্রাণ আমার তবু না পাও॥
তুমি সেই যদি কোথা সে প্রকৃতি
কোথা সে বদন—সে আঁখি কই।
কেথা সে বরণ কোথা সে গঠন

কোথা সে হৃদয় ভুবনজই ॥
সে নহ রে তুমি সেও নহি আমি
প্রেম আলাপন আমারে কেন।
চিনিতে না পার কে ছিল তোমার
পশু সম, যেন নাহি কোন জ্ঞান ॥"
"পাগল(ই) করিয়ে কুসুম আমারে
নিঠুর হইয়ে এসেছ চলি।
চিনেছিরে আমি সেই বটে তুমি
আপনি গিয়াছ আমারে ভুলি ॥"

৭

নিকটে সরিয়ে হৃদয় ঢালিয়ে
দাঁড়াইল যুবা "নেহার" বলি।
হেরি সে হৃদয় কুসুম অমনি
যুবার হৃদয়ে পড়িল ঢলি ॥

জীবনসন্ধ্যা।

স্থান হুগলী, ভগ্ন অট্টালিকা—সময় মেঘাচ্ছন্ন সায়াহ্ন।

১

জলদে গগন ছেয়ে
আসিছে আঁধার হ'য়ে,
অনন্তের প্রান্ত হ'তে গম্ভীরে ভীষণ
থেকে থেকে কাল যেন করে আবাহন।
স্তবধ জগত-কায়া,
হৃদয়ে চাপিয়া ছায়া,
ত্রাসে শূন্য প্রান্ত পানে করে দরশন,
হেরিয়া সহসা আজ কেঁদে ওঠে মন।
চারিদিকে থেকে থেকে
প্রাণী-কণ্ঠ ওঠে ডেকে,
ডাকে কাছে পিতা মাতা সন্তানে আপন,
জননীরে ডাকিতেছে শিশু ঘন ঘন ;
ডাকে ছাগ বারবার,
গাভী পশু পক্ষী আর,

সঙ্গীহারা যেই জন ডাকে সঙ্গী তার
কাহারে ডাকিবি তুই প্রাণরে আমার!

৩

প্রাণরে! যাহারে ভাল
বাসিলি এ চিরকাল
ডাকিলে কি আসিবে সে কাছে একবার
অথবা সে কি রে তোরে ডাকে কাছে তার?
ভাই ভগ্নী সুত দারা
ডাকিলে আসিত যারা
তাহাদের সঙ্গী নাহি করিলি কখন!
প্রাণ রে সায়াহ্নে কাছে রবে কোন্ জন!

৪

পরিপূর্ণ করি বুক
রাখিলি অনন্ত দুখ,
মুমূর্ষু-শয়ন পার্শ্বে যবে চারিধার
দাঁড়াইবে সাশ্রু নেত্রে পুত্র পরিবার—
বাস বা না বাস ভাল,
তারা তোর চিরকাল,

এক বিন্দু তাহাদের করিতে প্রদান—
তখন কোথায় সুখ পাইবিরে প্রাণ।

৫

তোর মত দুখ যার,
অতৃপ্ত জীবনে তার,
আছে এক মাত্র সুখ ধরার উপরি
মৃত্যুকালে এক খানি করতল ধরি।
কোথা সেই করতল!
প্রাণ কি ধরিবি বল্!
পরশিতে যেই কর নারিলি জীবনে
ধরিতে সে করতল পাবি কি মরণে!

৬

এ সংসারে আছে যার,
জীবন সায়াহ্নে তার,
মুমূর্ষু শয়ন পার্শ্বে হ'য়ে অবনত
ভাসে এক খানি মুখ শতচন্দ্র মত;
শতচন্দ্রাধিক জ্ঞানে,
যে মুখ হেরিলি ধ্যানে,

জীবন-সায়াহ্নে আজ আঁধার নয়ন
প্রাণ রে পারশে তোর কই সে বদন !

৭

সংসার তৃষ্ণায় জ্বলি
যবে প্রাণী যায় চলি,
শুষ্ক ওষ্ঠাধরে তার একটি চুম্বন
প্রাণের অনন্ত তৃষ্ণা করে নিবারণ !
সে দারুণ পিপাসায়
প্রাণ তুই মৃতপ্রায়,
আসিতেছে ধীরে ধীরে মুদিয়া নয়ন
শুষ্ক ওষ্ঠাধরে তোর কে করে চুম্বন !

৮

না করিলি কোন কর্ম্ম,
না সাধিলি কোন ধর্ম্ম,
দুরাশার মহা সিন্ধু করি সন্তরণ
অনন্ত স্বপনে এক কাটিলি জীবন !
স্বপনে হেরিলি যাহা,
শুধু মরীচিকা তাহা,

তৃষ্ণাতুর হয়ে কাছে ছুটিলি যখনি
অনল উত্তাপে প্রাণ ! দহিলি তখনি !

৯

করিলি বিস্তর দান
কিন্তু কারে দিলি প্রাণ !
এ দানের এক বিন্দু পাইলে যে জন
সার্থক ভাবিত তার সমস্ত জীবন !
তাহারে না দিলি কভু,
সে তোর, কিঙ্করী তবু,
কোন্ লাজে প্রাণ আজ ভিক্ষুক মতন
সজল নয়নে তার চাহিবি বদন !
কৈশোর না হতে গত
ধরিলি কঠোর ব্রত,
জীবন—যৌবন—সাধ করি পরিহার
সুদীর্ঘ জীবনে এই অশ্রু করি সার !
ফলিল সে ব্রত কিনা,
এ জীবনে বুঝিলি না,
আঁধার হইয়ে ক্রমে আসিল জীবন
প্রাণ রে ! কে কাছে তোর রহিবে এখন ?

ছায়া।

ওই ছায়া

প্রকৃতির কোলে ওই   শুক্ল নিশীথিনী ছায়া

পড়েছে প্রসারি।

কৃপালুর মায়া মত   মধুর গম্ভীরে ছায়া

অনন্ত বিথারি॥

কি গভীর দৃশ্য ওই

বিপুল এ শূন্য মর্ত্ত   বিরাজে অনন্য কায়

উজ্জ্বল ছায়ায়।

জীবনের কূট তত্ত্ব   সজীব ভাষায় যেন

ভাসিছে তাহায়॥

ছায়া তুমি

শূন্যে শূন্য বর্ণে ভাস   অর্থ হীন বোধ হীন

তোমার আভায়।

প্রাণের নিগূঢ় কথা   মর্ম্মের নিভৃত সাধ

কেমনে মিশায়?

প্রাণের নিভৃত প্রাণ   গোপনে মানব যাহা

রাখে সাবধানে।

কেমনে নিরখি তুমি অবিকল চিত্র তার
আঁকিলে বিমানে॥

বড়ই সুন্দর
জড় হৃদয়ের এই প্রীতির পীযূষ মাখা
মনোহর বেশ।
বড়ই মধুর ওই প্রকৃতির হৃদে, হেন
ছায়ার আবেশ॥

নাহি তায়
আশার তুরন্ত তৃষ্ণা স্মৃতির জ্বলন্ত লেখা
স্বার্থের গরল।
হৃদয়ের আদি অন্ত ভরিয়া আনন্দে ভাসে
কেবলি সরল॥

প্রকৃতি তোমার
নিরেট নির্ম্মম প্রাণ এ অখ্যাতি কেন হায়
ঘোষিছে মানবে।
এ হ'তে পরাণ ঢালা এ হ'তে কোমল ছবি
কি দৃশ্য সম্ভবে॥
বিশাল বিস্তৃত হৃদে শিক্ষার অনন্ত পত্র
রেখেছ খুলিয়া।

দুর্জ্ঞেয় জীবন তত্ত্ব সরল ছায়ায়, নেত্রে
ধরিছ আঁকিয়া॥

বড়ই সুন্দর
জড় অজড়ের এই হৃদয়ে হৃদয় ঢালা
মনোহর বেশ।
প্রকৃতির বুকে ওই প্রাণীর পরাণ মাখা
ছায়ার আবেশ॥

নাহি তায়
আশার দুরন্ত তৃষ্ণা স্মৃতির জ্বলন্ত লেখা
স্বার্থের গরল।
হৃদয়ের আদি অন্ত ভরিয়া আনন্দে ভাসে
কেবলি সরল॥

আর তুমি—
নর হৃদয়ের তুমি প্রাণের পরাণে লেখা
কাল ভুজঙ্গিনী।
তুমিও ত শূন্য ছায়া তবে কেন মর্ম্মে তুমি
অক্ষয় লেপনি।

প্রথম প্রথম
সরসী হৃদয়ে ওই পৌর্ণমাসী ছায়া মত
মধুরে মিশাও।

ভূত ভবিষ্যত ঢাকি নবীন করিয়া চিত্ত
পরাণ মাতাও ॥

দেখিতে দেখিতে

গাঢ় অমাবস্যা মত ছড়ায়ে অনন্ত পথ
জীবন আঁধারি।
মত্ত দিগম্বরী প্রায় রুধিরাক্ত বেশে, বক্ষে
বেড়াও বিচরি ॥
অমা নিশীথিনী ছায়া তাহাও ত দিনে দিনে
যায় ধীরে সরি।
তুমি তবে কেন থাক অভাগা মানব বক্ষ
নিয়ত আবরি ॥

এ চাতুরি কেন তব?

মায়ার লেপনি মত নীরবে ছড়ায়ে পড়ি
নিভৃত অন্তরে।
মধুরে মধুরে কেন সোহাগে না যাও মিশি
প্রাণের ভিতরে ॥

ওইত দেখিলে

সান্ধ্য গগনের ছায়া ভাতিল কি ভাবে ওই
সরসী সলিলে।

মধুরে পতিত হয়ে মধুরে মিশায়ে গেল
নিরমল জলে।

কিম্বা ওই—

তরুমূলে দুর্ব্বাদলে আঁধারের ছায়ামত
ক্ষণেক আবরি
অমনি করিয়া কেন অক্ষত রাখিয়া প্রাণ
নাহি যাও সরি।

কি শিক্ষা প্রকৃতি তবে ধরিয়া রেখেছ তুমি
মানব নয়নে,
নশ্বর জগতে যদি সকলি ক্ষণিক, তবে
ছায়া কেন প্রাণে—

এতই যন্ত্রণাকর এতই গভীরতর
এতই অক্ষয়!
ঘটনার পরিবর্ত্তে, হৃদয়ের ছায়া কেন
নাহি হয় লয়।

ভৌতিক জগতে নর সহজে ভ্রান্তির বশ
সহজে দুর্ব্বল,
হৃদয় উচ্ছ্বাস গুলি নিভৃত পরাণে তার
বড়ই সরল।

এমন সরল প্রাণে কেন ছায়া এ চাতুরি
করিয়া মিশাও ?
অনাথ দরিদ্র নরে জীবন আঁধার করি
কেনই কাঁদাও।

প্রাণ, হরিনাম গাও।

মরি কি মধুর স্বপন হেরিনু
আকুল হইল প্রাণ।
নাচিতে নাচিতে যেন এ জগত
গাহিছে হরির গান॥
আত্মপর যেন নাহি জীবে আর
নাহি ভেদ নারী নরে।
মুখে হরি হরি করে কর ধরি
উঠে প্রাণী স্তরে স্তরে॥
পশু পক্ষী কীট ক্ষিতি কাষ্ঠ শিলা
সিন্ধু নদী সরোবর।

অণু পরমাণু গ্রহ উপগ্রহ
অভেদ অজড় জড় ॥
নাচিতে নাচিতে উঠে স্তরে স্তরে
আনন্দ উছলি পড়ে।
নাহি অন্য রব চারিদিক্ হ'তে
শুধু হরিনাম ঝরে ॥
সিন্ধু তীরে বসি তরঙ্গ বিকাশ
দেখিয়াছিলাম যেই।
হরি হরি রবে ব্রহ্মাণ্ড পুরিয়া
উথলে উচ্ছাস সেই ॥
উঠিতে উঠিতে অপূর্ব্ব আলোকে
নয়ন চমকি ওঠে।
হেরিনু বিস্ময়ে উরধ ভেদিয়া
তড়িত কিরণ ফোটে ॥
অকুল সে আলো মধুর সে আভা
আঁখি না ফিরান যায়।
শঙ্খের আকারে অগণিত উর্ম্মি
উছলি চলেছে তায় ॥
কত রবি শশী কত তারাকার
দেশ মহাদেশ কত।

সাগর ভূধর জীব জন্তু কীট
কানন সরসি নদ ॥
সে তরঙ্গ হ'তে ফুটিতে ফুটিতে
দিক্ দিগন্তরে ধায়।
কোথা বা আবার বিশ্ব অগণিত
ভাসে সে কিরণ গায় ॥
জননী হৃদয়ে সন্তানের স্নেহ
যেমতি মধুরে রাজে।
সে বিশ্ব মণ্ডলী সে কিরণ বক্ষে
তেমতি দাঁড়ায়ে আছে ॥
কোথাও আবার বিশ্ব কোটী কোটী
মিশিছে কিরণ গায়।
তবু নহে শূন্য সে কিরণ সিন্ধু
বিশ্ব অবিরল তায় ॥
একমাত্র রব অশ্রান্ত "ওঁকার"
উচ্ছাসের সহ ফোটে।
ক্ষান্ত মুহূর্ত্তেক সে "ওঁকার" ধ্বনি
যেই হরিনাম ওঠে ॥
এ প্রপঞ্চ কিবা নারিনু বুঝিতে
অথচ আনন্দে প্রাণ।

পুরিয়া উঠিল ; স্বতঃ ওষ্ঠে মম
উথলিল হরিগান ॥
অমনি হেরিনু আমারো এ বিশ্ব
সে কিরণ বক্ষে ভাসে।
ক্ষুদ্রাপি ক্ষুদ্র অণুরপি অণু
আমি তার এক পাশে ॥
তদবধি যেই মুদি দুনয়ন
অমনি দেখিতে পাই।
নাচিতে নাচিতে ওঠে স্তরে স্তরে
বিশ্ব হরিনাম গাই ॥
এ জড় অজড় প্রেমে মত্ত যাঁর
কোথা তুমি সেই হরি !
আনন্দের সিন্ধু তব নিরাকার
রাখিব হৃদয়ে ধরি ॥
হৃদয় আমার কররে সঞ্চয়
আনন্দ যেখানে পাও।
জাগ্রতে স্বপনে হরিষে বিষাদে
প্রাণ, হরিনাম গাও ॥

শূন্য।

১

কি আছে তোমাতে শূন্য হে না জানি
হেরিলে, নয়ন ফেরেনা আর!
সাধের জীবন সুখের সংসার
মনে নাহি থাকে কিছুই তা'র!
ভুলি আপনারে ভুলি প্রিয় জনে
ভুলি স্বদেশীরে, ভুলি প্রাণীকুল!
ভুলি এ ভারত ভুলি সিন্ধু, গিরি,
ভুলে যাই এই ধরা বিপুল!
খুলে যেন যায় বুকের কপাট
ধূ-ধূ করে যেন হৃদয় খান!
মনে হয় যেন কেহ নাই বুকে
পড়ে আছে একা উদাস প্রাণ!
কে যেন আছিল বড়ই আপন
বহুদিন যেন ভুলে গেছি তায়!
কে সে মনে নাই, কিন্তু আছে মনে
নিরূপম তার প্রেমের সুধায়!

কি জানি কি আছে তোমাতে তাহার
হেরিলে তোমারে সে যেন ডাকে !
হেন ভোলা কথা কেন তোল মনে
শূন্যহে যদি না দেখাবে তাকে !

২

হেরি মনে হয় হৃদয়ে তোমার
আছে কোথা স্থান বড় মধুময় !
সেইখানে গেলে নিরাশার জ্বালা
যেন প্রাণে আর কিছু না রয় !
সেই যেন দেশ প্রাণের আমার
এ যেন প্রবাসে পড়িয়ে রই !
যেন কি বন্ধনে রেখেছে বাঁধিয়া
আমি ইহাদের কেহই নই !
আমার যা কিছু ফেলিয়ে এসেছি
কিছু কিছু তার যেন মনে পড়ে !
বুক ভরা প্রেম যেন শূন্য মনে
বসে আছে সেথা আমারি তরে !
হেথাকার এই মায়া দয়া প্রেম
এ যেন সাজান করিয়ে ধার !

সাঙ্গ হ'লে খেলা সাধের এ বেশ
খুলে লয়ে যাবে যেটি যাহার!
ফিরে যাব ঘরে শূন্য একবার
খুলে দাও তব হৃদয়-দ্বার!
এমন করিয়ে বালকের খেলা
পারিনা খেলিতে নিয়ত আর!

জননী কোথায়?

এ নহে ত সেই উদাস আকাশ
হুহু করে মন হেরিলে যাহায়।
এ নহেত সেই চাঁদের কিরণ
উল্লাসের শূন্য ছায়া ভাসে যায়
সে সমীর আজ নহেত এ কভু
সে শুধু বহিত পরশিয়া কায়।
প্রাণী কণ্ঠরব নহেত এ সেই
নিতান্ত একাকি হ'ত প্রাণ তায়॥
সে শূন্য প্রকৃতি নাহি আজ আর
এ প্রাণ সঞ্চার ছিল না তাহায়।

যে দিকে নিরখি আজ সেই দিক
উথলি উথলি পড়ে মমতায় ॥
প্রবাসী সন্তানে হেরি প্রত্যাগত
প্রেম উছলিত অতুল বদনে।
বিরহিণী মাতা ডাকে যথা তায়
স্নেহ-বিগলিত মধুর বচনে ॥
আজি এ প্রকৃতি পরিপ্লুত হেরি
পুত্র-পরিচিত সেই মমতায়।
যেন এ জগত বক্ষ বিছাইয়া
ডাকিছে আমায় "আয় বাছা আয় ॥"
এ দুর্জ্জেয় প্রেম ছিল যে কেবলি
মায়ের আমার হৃদয়-ভাণ্ডারে।
কোথায় পাইলে তুমি সেই স্নেহ
বল একবার প্রকৃতি আমারে ॥
আজ অকস্মাৎ কোথায় পাইলে
প্রকৃতি! এ প্রেম মায়ের আমার!
তোমারি হৃদয়ে পরমাত্মা তাঁর
লুক্কায়িত কি না বল একবার!
আজি যে আকাশ তাঁরি মায়া মত
বেষ্টিয়া আমায় আছে চারি ধার।

তাঁরি স্নেহ মত এ চাঁদের আলো
পড়িতেছে ঝরি হৃদয়ে আমার ॥
এ মৃদুল বায় পরশিছে কায়
মায়ের আমার ব্যজনের প্রায়।
মায়ের আমার সম্ভাষণ মত
উথলিছে সুধা প্রাণীর ভাষায় ॥
তুমি বিনা মাগো নহে কেহ আর,
আজি এ প্রকৃতি তোমাতেই মাখা।
কাঁদিয়া উঠিছে বড়ই পরাণ
সেই মুখখানি একবার দেখা ॥
অথবা তোমার বচন ঠেলিয়ে
প্রবাসী হইনু, সেই অভিমানে।
দরশন আর দিবে না জননী
এ তব নির্ম্মম অধম সন্তানে ॥
বুঝি নাই আমি, বুঝিতে পারি নি
কি ব্যথা সহিতে বিরহে আমার।
এস এই বার চির দিন তরে
বসিয়া রহিব ক্রোড়ে মা তোমার ॥
লুকায়ে থাকিবে কত দিন তুমি
আমি মা তোমার কোলের সন্তান।

জগত-ব্যাপিনী এ তব ছায়ায়
ঢালিয়া রাখিব সতত এ প্রাণ ॥
একাকী প্রবাসে চিরবাসী আমি
দাসত্বের গ্রন্থি কণ্ঠের বন্ধন।
হৃদয়ের মম জ্বলন্ত চিতায়
জ্ঞান-ভস্ম রাশি ছিল আচ্ছাদন ॥
স্নেহের ভাণ্ডারে দূর লক্ষ্য করি
চির তৃষ্ণাতুর জীবন আমার।
সে স্নেহে কাঙাল হইয়ে এখন
দগ্ধজ্ঞানে ভস্ম হ'ত না সঞ্চার ॥
নিতান্ত অনাথ নিতান্ত নিস্পৃহ
নিতান্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল প্রাণ।
ইহ জীবনের আশা অভিলাষ
হয়েছিল যেন সবি অবসান ॥
কর্ম্ম নামে যাহা ধর্ম্মের বিকাশ
প্রবৃত্তি তাহার ফুটিত না আর।
ভাবিতাম স্বধু ছিল কি না ছিল
জীবনের মম কোন ব্যবহার ॥
জাহ্নবীর তীরে জীর্ণ অট্টালিকা
প্রবাসে একাকী বসিয়া তাহায়।

খুলি বাতায়ন চাহিয়া আকাশে
ভাবিতাম শুধু "জননী কোথায়" ॥
কে দিবে বলিয়া জননী কোথায়
হেন মহাজ্ঞানী কে ছিল সংসারে ?
কে দিবে সান্তনা জননীর শোকে
সে সুধা কাহার জ্ঞানের ভাণ্ডারে ?
প্রাণান্ত করিয়ে যে সংসার তরে
সুদীর্ঘ জীবন করিব বহন।
যন্ত্রণায় মম, হৃদয়ে তাহার
না মিলিল যদি সান্ত্বনা কখন ॥
তবে কোন্ সুখে সর্ব্ব বিনিময়ে
করি একমাত্র দাসত্ব সম্বল ?
এই মরুময় সুদীর্ঘ জীবন-
ভারে অবনত হইয়া কি ফল ?
হতাশ হৃদয়ে উদাস নয়নে
সংসারের পানে করি দরশন।
এই ভাবনায় যুগল নয়নে
হইত কেবলি অশ্রু বরিষণ ॥

যখনি হেরিব এ নীল আকাশ
হেরিতে তোমায় তুলিব আঁখি।

এ চাঁদের আলো হেরিব যখনি
কাঁদিব অমনি তোমারে মা ডাকি।।
এ মৃদু মলয় বহিবে যখনি
তোমারে ধরিতে খুলিব হৃদয়।
প্রাণী কণ্ঠ এই যখনি শুনিব
ধরিব প্রাণেতে জড়াইয়া তায়॥
কোথায় রহিবে লুকায়ে জননি ?
এ জগত বুকে ঢেলে দিয়ে প্রাণ।
মাধুরী তাহার তন্ন তন্ন করি
করিব কেবলি তোমারি সন্ধান ॥

তপোবন।

১

স্থান—হিমাচল শৃঙ্গে তপোবন।

সময়—হেমন্তপূর্ণিমার চন্দ্রোদয়।

কি আলো ফুটিছে ওই, শিখরের অন্তরালে
খুলিছে কি স্বর্গের দুয়ার।

দিক্‌ হতে দিগন্তরে গলিয়া পড়িছে যেন
অন্তরের হাসিটি কাহার ॥
জগতের ফুল রাশি মিশাইয়া হাসি যেন
ধীরে ধীরে খুলিতেছে প্রাণ।
কল্পনার বুকে যেন উথলি উঠিছে ধীরে
প্রণয়ের প্রথম তুফান ॥

(চন্দ্রোদয়)

কি মৃদু!—কি নিরমল! কত প্রাণে ঢল ঢল
কি বিপুল—আপনা প্রদান!
কি আশা! কি ভালবাসা—কোথা আদি কোথা অন্ত!
কি অকূল!—কি অতল প্রাণ!
এত রূপে—এত প্রাণ, এত প্রেমে এত দান,
এত ভরা প্রেমের বিকাশ।
এত খোলা—এত ভোলা এত পবিত্রতা ঢালা
উল্লাসের এতই উচ্ছ্বাস ॥
নবীনে পূরন্ত হেন প্রশান্ত বিজলী যেন
দেখে নাই কখন এ আঁখি।
সাধ যায় শশি তোরে এখনি এ বুক চিরে
প্রাণেতে জড়ায়ে ধরে রাখি ॥

২

তপোবন! বুকে তব ফুটিয়া পড়েছে শান্তি
আশা যেন হয়েছে নির্ব্বাণ।
ছায়া যেন নাহি আর জীবনের পিপাসার
তৃপ্তিতে পড়িছে গলি প্রাণ॥
গাহিছে অলকনন্দা আনন্দ ঝঙ্কার তুলি
ঝঙ্কারে উথলি পড়ে হাসি।
এ মহা অচল পুরি প্রেমের উচ্ছ্বাসে যেন
গলে গলে পড়িছে বিকাশি॥
এই প্রেম—এই প্রীতি এই তৃপ্তি—এই শান্তি
জীবনের পিপাসা আমার।
ইহারি ভিখারি করি সৃজিলা বিধাতা মোরে
কিন্তু তৃপ্তি হয়নি আশার॥
ইহারি কামনা করি অর্দ্ধেক জীবন ধরি
করিতেছি অবনি ভ্রমণ।
হেন মূর্ত্তি নিরমল গগনে ভূতলে জলে
দেখে নাই কখন নয়ন।
এস বুকে তপোবন এস মুহূর্ত্তের তরে
তৃষ্ণায় অস্থির মম প্রাণ।

ভুলি জ্বালা নিরাশার ভুলি জ্বালা পিপাসার
শান্তি তব কর মোরে দান ॥

৩

মানবের কাছে নাই হেন শক্তি নিরমল
মোর মত তারাও অভাগা।
দেখিয়াছি একে একে খুলিয়া তাদের বুক
নিরাশা কেবলি প্রাণে মাখা!
হাসে, খেলে, নাচে, গায় পিপাসা মেটেনা তায়,
সে সুধু মনেরে দেয় ফাঁকি।
আহা! সেই বুকে বুকে প্রাণ যে রহে কি দুখে
হেরিলে সলিলে ভাসে আঁখি॥
যাতনা জুড়াবে বলি প্রাণে প্রাণে কোলাকুলি
দিবানিশি করে নারী নরে।
কত মোহ কত মায়া কত স্নেহ কত প্রেম
নিরন্তর বুকে টেনে ধরে॥
তবু প্রাণ সেই একা সেই ব্যথা তায় মাখা
এ পিপাসা মেটেনা তাহার।
কিবা রাজ রাজেশ্বর! কিবা সে পণ্ডিতবর!
এই দশা—প্রাণ আছে যার॥

সে অভাগা মানবের অধম মানব আমি
সংসারে না জুড়াইল প্রাণ।
কৃপা করি তাপিতেরে, মরুময় হৃদে মম
তপোবন শান্তি কর দান॥

৪

না জানিহে ঋষিকুল বিরাজিছ কত সুখে
শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিজন গুহায়।
কি কবিত্ব উছলিছে সে পবিত্র হৃদিতলে
ভাবিতে না পারি কল্পনায়॥
এ নিশিতে এইখানে এই আকাশের তলে
সংসার হইতে এত দূরে।
এ দিগন্ত প্রধাবিত অনন্ত শিখর মাঝে
এ বিজন পাষাণের পুরে॥
কানন-ছায়ায় ঢাকা আঁধার গুহায় পড়ি
ঔদাস্যের সুধা প্রাণে মাখি।
এ চন্দ্রিকা বিভাসিত হিমাদ্রি জগত পানে
প্রাণের নয়ন দুটি রাখি॥
ধরিয়া প্রেমের ধ্যান কি সুধা যে কর পান
হায়রে! সে কল্পনা এখন।

পারি যদি কোন’ কালে মুছিতে চিত্তের মলা
তখন করিব আকিঞ্চন ॥
আশার সে তুষানল নিবিয়া না নেবে বুকে
দহিছে সে আজো হৃদিতলে।
থাকিয়া থাকিয়া আজো অন্তরের অন্তরেতে
প্রাণের পিপাসা ওঠে জ্বলে ॥
দেহ শান্তি তপোবন, দেহ শান্তি ঋষিগণ,
এ পিপাসা করি নিবারণ।
হৃদয় ভরিয়া দেহ সংসারে ফিরিয়া গিয়া
চির দিন করিব সেবন ॥
জীবনের আদি অন্ত হাসি কান্না জীবনের
জীবনের সর্ব্বস্ব আমার।
অঙ্কে অঙ্কে বিরাজিছে যেই সংসারের বুকে
সে সংসার নহে ত্যজিবার ॥
কত ইন্দীবর আঁখি হেরিয়াছি অশ্রুভরা
কুসুমিত কতই পরাণ।
বৃন্ত হতে পড়ি খসি শুকাইছে দিবানিশি
রাখিয়া এসেছি তাহে প্রাণ ॥
কত তাপে কত পাপ কত পাপে কত তাপ
প্রাণে মাখা রয়েছে এখন।

বিধবার অশ্রুধারা কাঙালের দীর্ঘশ্বাস
ভুলিব না থাকিতে জীবন ॥
এই প্রীতি সে সংসারে— মরুভূমে মন্দাকিনী!
তপোবন! কর প্রীতি দান।
মানব-মণ্ডলী মিলি মিলিয়া প্রাণের হাটে
আনন্দে করিগে নিত্য পান ॥

পর্ব্বত।

স্থান—(পুনার পথে) বোরঘাট।

সময়—অরুণোদয়।

১

পাষাণ! তোমার পানে স্থাপিলে নয়ন
বুঝি এই জীবনের মমতা কেমন,
বুঝি এই জীবনের কঠোর সাধনা,
বুঝি আনন্দের কিবা মধুর ধারণা।
কালের প্রবাহ হ'তে
ভাসি প্রতিকূল বাত্রে,

গুটিকত পথহারা তরঙ্গ মতন
ঊর্দ্ধ দৃষ্টে কালগর্ভ কর অন্বেষণ।
হৃদয় খুলিয়া বিশ্ব হাসে চারিধার,
তুমি মধ্যে দাঁড়াইয়া শব স্তূপাকার!
তথাপি হৃদয়' পরে
তরু, লতা আছ ধ'রে
শুষ্ক হৃদিতল তব তথাপি বিদারি
ঢালিছ অবনিবক্ষে সুশীতল বারি!
অসংখ্য প্রাণীর এই ধারা-জল, প্রাণ,
জীবনের **ধর্ম্মগুরু** তুমিহে পাষাণ!

২

দেখহে নয়ন তুলি আছে আঁখি যার
বিরাট—বিশাল ওই মূর্ত্তি মমতার!
ক্ষুদ্র সুখ দুখ হ'তে সরা'য়ে নয়ন
আনন্দের অবতার কর দরশন;
ভূতলে কঠিন যাহা
হৃদয়ে জড়া'য়ে তাহা,
প্রসারিয়া শূন্য মর্ত্ত—বিশাল ভুবন,
পরহিত ব্রতে রত অনন্ত জীবন।

নাহি উপভোগ সাধ—উদাসীন বেশ
সংযমের স্তূপ—নাহি ইন্দ্রিয়ের লেশ
আত্ম দানে ব্যক্ত প্রাণ
আত্ম দানে ব্যক্ত জ্ঞান,
আইস মানব ত্যজি পাণ্ডিত্যের ভান!
আইস সন্ন্যাসী ত্যজি স্বার্থপর ধ্যান!
গিরি পদতলে আসি কর দরশন
কি গভীর ব্রত তার জীবিত যে জন?

৩

হৃদয় শ্মশানে মম রে উদাস প্রাণ!
তুমিও ত আজ ওই কঠিন পাষাণ;
বিদীর্ণ—বিকৃত এই হৃদয় প্রান্তরে
তুমিও ত দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টি ক'রে;
তোমারোত চারিপাশে
অমনি সংসার হাসে,
প্রলয় মথিত মম অতীত জীবন
তুমি তার পথ-ভ্রান্ত তরঙ্গ ভীষণ;
তুমিও ত শূন্য মর্ত্ত্য করি প্রসারিত
স্তূপাকার শবমূর্ত্তি সদৃশ পতিত।

ওই ভূধরের মত
করি বক্ষ বিদারিত
ক্ষুদ্র সুখ দুখ তব করি পরিহার
কেন নাহি ধর তুলি হৃদয়ে সংসার ?
কঠিন প্রস্তর-ময় অন্তর বিদারি
তৃষিত সংসারে কেন নাহি ঢাল বারি ?

৪

যে বিপুল স্থান ব্যাপি যন্ত্রণা তোমার
অনায়াসে রবে তথা অনন্ত সংসার,
তব পিপাসার যদি পিপাসাই সার
যন্ত্রণার পর যদি যন্ত্রণা তোমার,
যদি রে মরুর পাশে
কেবল মরুই ভাসে
যেই মরীচিকা তায় ছিল সুশোভিত
পরিণামে তাও যদি হল অন্তর্হিত,
অথবা পশ্চাতে তব অনন্ত প্রমাণ
শ্মশানের পর যদি কেবলি শ্মশান ;
যেই চিতা উজলিত
তাও যদি নির্ব্বাপিত

তবে কোন্ অভিলাষে রে অবোধ প্রাণ
সেই যন্ত্রণায় বক্ষে কর স্থান দান!
সম্মুখে আনন্দ মূৰ্ত্তি দাঁড়ায়ে পাষাণ
লহ জীবনের দীক্ষা আজ তাঁর স্থান।

৫

ভীম প্রভঞ্জনে মূল সহ উৎপাটিত—
ভূধর সাগর গর্ভে হইয়া পতিত
উন্মত্ত তরঙ্গ স্রোতে উলটি পালটি
অতল সলিল গর্ভ্ত ধরিয়া সাপটি
তুলি শির ধীরে ধীরে
যথা চতুৰ্দ্দিক হেরে—
হে কাল! প্রবাহ গৰ্ভে তেমতি তোমার,
তোমারি তরঙ্গ ধরি এ প্রাণ আমার
ধীরে ধীরে তুলি শির বারেক ফিরিয়া
সংসারের পানে আজ দেখিবে চাহিয়া;
হে প্রলয়ময় কাল!
সম্বর হে ক্ষণ কাল
হারায়েছি হৃদয়ের সকলি আমার
হৃত সৰ্ব্বস্বেরে দয়া কর একবার।

দুরাশা দিয়াছি ফেলি উরস চিরিয়া
সংসারে রাখিব আজ হৃদয়ে ধরিয়া !

৬

জড় জগতের জীব কঠিন প্রস্তরে
জীবন ধরিয়া যদি আনন্দে বিহরে
নরজগতের প্রাণী তোমরা কি তবে
এ নর হৃদয়ে মম অসুখেতে রবে ?
বিনষ্ট মানব জ্ঞানে
হেরিয়া আমার পানে
সরিয়া দাঁড়াও কেন ফিরায়ে নয়ন
একবার এ হৃদয় কর দরশন।
যেই মোহ স্বপ্নে প্রাণ ছিল অভিভূত,
স্থির লক্ষ্য করি যাহা সুদীর্ঘ অতীত,
উন্মত্ত আবেগে প্রাণ
ছুটেছিল অবিরাম
সুপথ কুপথ নাহি করিয়া বিচার
ভাঙ্গিয়াছে সেই স্বপ্ন নয়নে আমার।
মাতা ভ্রাতা ভগ্নী ভার্য্যা তনয় সংসার !
এস আজ একবার হৃদয়ে আমার।

৭

কাল হে ! নির্ম্মল স্রোতে তব, নিরন্তর
কেন আন ভাসাইয়া এ কঠিন স্তর
কিবা সে নরের প্রাণ; নারীর অন্তর
যথা বহে স্রোত তব, তথা এই স্তর ;
প্রাণে ঢালি এত দুখ
না জানি কি পাও সুখ
দেখ দেখি একবার চাহি এ অন্তরে
কি কঠিন স্তর তথা ঢেলেছ কঙ্করে !
দিন দিন হীন স্রোত ক্ষীণ কলেবর
সিকতায় পরিপূর্ণ হইছে অন্তর,
শেষে মরু বিদারিয়া
সূক্ষ্ম এক রেখা দিয়া
শুষ্ক কলেবরে প্রাণ বুঝিবা শুকায়
কাল হে ! এ লীলা তুমি শিখিলে কোথায় !
প্রাণীর দুর্গতি হেন করি দরশন,
বিকলিত নহে কিহে তোমার জীবন !

৮

পাষাণ ! তোমার মত প্রফুল্ল বদনে
হেরিতে কি পারিব না আর এ ভুবনে

অমনি করিয়া কভু আনন্দে হাসিয়া
ভ্রমিতে কি পারিব না উল্লাসে ভাসিয়া,
অমনি আপনা ভুলে
সংসারে হৃদয়ে তুলে
বাঁধিয়া প্রাণের অঙ্গে মায়ার বন্ধনে
নারিব কি নিরখিতে উৎফুল্ল নয়নে!
যন্ত্রণাই পরিণাম হ'বে কি আমার
হবে নাকি এ ব্যথার অবসান আর!
যাহা লয়ে তুমি সুখী
তাহা ত সকলি দেখি
খুলি বক্ষ চারিদিকে বিরাজে আমার
মায়া-দয়া-পিপাসার্ত্ত মধুর সংসার।
জীবনের **ধর্ম্মগুরু** তুমিহে পাষাণ!
দেহ শিখাইয়া মোরে তোমার ও জ্ঞান।

দেবীস্তোত্র।

১

দেহ শক্তি, শক্তিময়ি! তপস্যা আমার এই
করি উদ্‌যাপন।
প্রসারিয়া মূর্ত্তি তব শক্তি তব বিশ্বহ্রদে
দিব বিসর্জ্জন॥
ত্যজিব কামনা মম সাধনা ধরিয়া বুকে
ভ্রমিব সংসারে।
এ প্রাণ প্রসারি বিশ্বে, বিশ্বময়ী রূপে তব
পূজিব তোমারে॥ (প্রণত)

২

এত শক্তি কর দান তোমার হৃদয়ে যেন
পারি শক্তি দিতে।
এতই চৈতন্য দেও চেতনা ঢালিতে যেন
পারি তব চিতে॥
এতই আশ্রয় দেও তোমারে আশ্রয় দিতে
পারে যেন প্রাণ।

এতই সংসারী কর তোমারে সংসারে যেন
পারি দিতে স্থান ॥ (প্রণত)

৩

ভুলিয়া আপন তত্ত্ব কি তত্ত্ব বেড়াও খুঁজি
ধর্ম্ম আলোচনে।
বিস্মরি দেবত্ব নিজ কি দেবত্ব অভিলাষে
রত অধ্যয়নে ॥
ভক্তে করি জ্ঞানবান্ হইলে কি জ্ঞানময়ি !
আপনি অজ্ঞানী।
ভক্তে করি শক্তিদান শক্তিশূন্যা হইলে কি
শক্তি-সঞ্জীবনি ! (প্রণত)

৪

অপার মহিমা তব দুর্ব্বল হৃদয়ে আমি
বুঝিব কেমনে !
মহাশক্তি ঢাল বুকে স্বরূপ প্রকৃতি তব
হেরিব নয়নে ॥
খুলিয়া রেখেছি দ্বার ঢাল অবিরত ধারা
পূর্ণ কর মন।
গার্হস্থ্যে বৈরাগ্যে তব, কি সাদৃশ্য, একবার
করি দরশন ॥ (প্রণত)

৫

জীবন ফুরায়ে এল, কি সাধনা বাকি আর
কহ প্রাণেশ্বরি।
এখনো যে হৃদিতলে তোমার সে সত্যরূপ
ধরিতে না পারি ॥
ভাবিলে সে মহামূর্ত্তি আজো যে কল্পনা পড়ে
নিরাশায় ঢলি।
ভক্তে সুপ্রসন্ন যদি কি যোগে সাধিব পূজা
দেহ মোরে বলি ॥ (প্রণত)

৬

দিয়াছ ধরম বুকে কর্ম্ম আজো না শিখিনু
শক্তি কর দান।
কর্ম্মময় এ সংসারে তব ধর্ম্মে পূর্ণ মম—
ঢালিব এ প্রাণ ॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম বিগলিত— তব প্রেম শক্তি ধরি
হৃদয় মন্দিরে।
ত্যজিয়া কামনা মম তোমারি প্রতিষ্ঠা করি
ভ্রমিব সংসারে ॥

রমণীমূর্ত্তি

পাই যদি কভু গঠিতে রমণী
প্রাণ ভরে গঠি তায়।
ছাঁকিয়া নবনী চাঁদের আঁচলে
গঠি সুকোমল কায়!
নিবিড় মেঘের লুকান আঁধার
বাছিয়া বাছিয়া ধরি,
সে তনুর পিঠে চরণ চুম্বিত
চিকুর-প্রপাত করি।
ছায়ার বিকাশ গোছা গোছা তুলি
এলায়ে এলায়ে তায়,
রচিয়া কুন্তল ঘুরায়ে উড়ায়ে
রাখি ললাটের গায়।
নীরব নিশিতে পশি সিন্ধুতলে
আধ শশী তুলে আনি,
সে কুন্তল কোলে ঢালি ধীরে ধীরে
গঠি সে ললাট খানি।
খুলি দলগুলি ঘুমান পদ্মের
ঘুম তার করি খালি,

তুলিয়া স্বপন সে ললাট গায়
ঢল ঢল করি ঢালি।
শিরীষ-কেশরে রচিয়া তুলিকা
লয়ে মখমল-ফাঁকি,
সে ললাট তলে ধীরে ধীরে ধীরে
সেই দুটি ভুরু আঁকি।
সে ভুরুর কোলে অকূল করিয়া
খুলে দেই দুটি আঁখি,
অবশ-পলক,— যেন ভেসে যায়
আকাশের শেষে পাখি।
সে উদাস চ'খে উঠিবে উথলি
চাহনি আপনা-হারা,
যথা গঙ্গাপুরে প্রপাতের শিরে
ভাসে গোদাবরীধারা।
আনন্দের ঝারা সে চাহনি হ'তে
উথলিবে অবিরল,
পুরুষ-পাষাণ পড়ি তার তলে
গলিয়া হইবে জল।
গোলাপের আভা অরুণ কিরণে
করি তিল অতরল,

ফুট ফুট ক'রে অফুট রাখিয়া
গঠি দুটি গণ্ডতল।
পূর্ণিমা নিশীথে নিরজন হ'তে
ছানিয়া মল্লিকা রাশি,
ওষ্ঠাধরে তার দিই মাখাইয়া
ফুটায়ে মোহিনী হাসি।
প্রথম প্রভাতে ঘুমমাখা চ'খে
ধবলার রেখা দেখে,
যেই আলু থালু সুখের উচ্ছ্বাস
উঠেছিল এই বুকে,
সে সুখ তুলিয়া ঢালি সে অধরে
মিশায়ে সে হাসি তায়,
মূর্চ্ছিত করিয়া কল্পনা আমার
রেখে দিই তার গায়।
দূর বংশীরবে নিদ্রিত নিশায়
শুনি যে স্বপ্নের গান,
ধরিয়া তাহায় রচি মৃদু ভাষ
করি সে অধরে দান।
কবিহৃদি খুলে নেশা আনি তুলে
মুছি মলা পিপাসার,

সন্তানের ক্ষুধা ঢালিয়া তাহায়
রচি সে উরস তার।
নব বসন্তের কচি লজ্জাবতী
খুলিলে হৃদয় খানি,
তুলিয়া সরম অঙ্গে অঙ্গে ঢালি
ঢাকি সেই মূর্ত্তি খানি।
দেখিলে—সে নারী, ছুঁইলে—সে নাই
ছুঁইলে পড়িবে ঢলে।
নয়ন ছাপিয়া বদন প্লাবিয়া
বুকে সে যাইবে গ'লে।

কাব্য।

"কবি (স্বগত)
ওই—নীল আকাশে, ভাসিয়া ভাসিয়া,
যাইলে—কোথায় যাই!
আদি কিবা অন্ত মিলিলে উহার,
দেখি সে কেমন ঠাঁই!
উঠিতে উরধে মিলে যদি পথ,
ছুটি তায় অবিরত!

দেখে আসি শূন্য শিখরে কি ভাবে
হইয়াছে পরিণত।
ক্ষুদ্র জগতের ক্ষুদ্র রবিশশী,
ক্ষুদ্র সিন্ধু গিরিবন,
ক্ষুদ্র নদ হ্রদ ক্ষুদ্র বসবাস
ক্ষুদ্র জীব জন্তুগণ,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুকে ক্ষুদ্র আশা তৃষা,
ক্ষুদ্র দান প্রতিদান,
হেরিয়া মেটেনা মনের বাসনা
সতত আকুল প্রাণ,
সাধ যায় তাই ভাসিয়া ভাসিয়া
অকূলে কোথাও যাই!
কেবলি অকূল কেবলি অনন্ত
যেখানে দেখিতে পাই!"

২

ঊর্দ্ধ-দৃষ্টে পতি গবাক্ষে বসিয়া
আকাশে ভাসিতে চায়,
চীর বাস খানি শীর্ণ অঙ্গে ঢাকা
গৃহিণী সুধায় তায়;—

"কি ছাই ভাবিছ উঠ, শুন, বলি
একবার হাটে যাও,
কণ্ঠহার ছড়া বেচিয়া কাহাকে,
দেখ যদি কিছু পাও।
ক্ষুধায় কাতর কাঁদিছে সন্তান
কি যে হবে নাহি জানি।
আহা উপবাসে শুকায়ে গিয়াছে
তোমারো যে মুখখানি!"
"উঠ উঠ" বলি ধরি দুই কর
প্রিয়া ডাকে ঘন ঘন।
নাহি সংজ্ঞা তবু ভরিয়া গিয়াছে
আকাশে পতির মন।
পাশেতে তনয় কাঁদিয়া কাঁদিয়া
কাতরে আহার চায়।
জনক তাহার ভাবিছে গগনে
কেমনে ভাসিয়া যায়।

৩

কবি (স্বগত)
"যেখানে দাঁড়ায়ে খুলিনো নয়ন
নিরখিব একাকার,

রবি, শশী, তারা, আকাশ, অবনী,
ভেদাভেদ নাহি আর।
ছোটতে বড়তে কঠিনে কোমলে
সুরূপে কুরূপে মিশি
একই গঠনে একই বরণে
একেতে মগন দিশি।
একেরি হইয়ে, অনাদি অনন্ত
হয়েছে আপনা হারা!
আনন্দে মজিয়া কেবলি ঢালিছে
অনন্ত হৃদয়-ঝারা,
বিভোর হইয়া পড়েছে অনন্ত
হয়ে অন্য জ্ঞান হীন,
একেরি প্রণয় ধরিয়ে হৃদয়ে
হয়েছে একেতে লীন।
নাহি অভিলাষ নাহিক নৈরাশ
নাহি দান প্রতিদান,
শুধু প্রাণে প্রাণে মিশিয়া অনন্ত
হয়েছে একটি প্রাণ।”

৪

শিরে করাঘাত   করি কহে নারী
আঁখি ভাসে অশ্রু জলে—
"হায়রে কপাল   অভাগীর ভাগ্যে
শেষে কি পাগল হ'লে!
কত দিন হায়!   বলেছিনু যেগো
অত পড়া ভাল নয়!
অধিক পড়িলে   অধিক ভাবিলে
মানুষ পাগল হয়!
শুনিতে না কথা   ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে
পড়ায় বিভোর হ'তে
তাও নাহি জানি   কি যে সুখ এত
ছাই পড়াতেই পেতে!
পোড়া বইগুলো   প'ড়ে যদি লোকে
কেবলি পাগল হয়,
সর্ব্বনেশে লোকে   কেন বই লেখে
লিখে কি পৌরুষ হয়,
পাগলের মত   চেয়ে আছ যেগো
ওগো! শোন, ফিরে চাও,

খিদে কি পায় না? চাল ভিজা আছে
এনে দিই দুটি খাও।”

৫

“কবি (স্বগত)
অনন্ত প্রাণের অকূল অতল
কি যে সুধাময় বুক!
ভাবিলে পুলকে শিহরে শরীর
উথলে সাধের সুখ।
সেই বুকে প্রাণ না যদি ঢালিলে
তবে এ জনম ছার।
প্রাণীর জীবনে সেই এক সুখ
অন্য সুখ নাহি আর!
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় বাঁধা যথা প্রাণ
সেখানে কি মিলে সুখ!
শুধু কামনায় ভরা যে সংসার
সেথায় কি মিটে দুখ!
চিরে ধর বুক, তবে বুঝে দুখ,
হায়রে যেখানে প্রাণী!
যে যত কুটিল, যে যত চতুর,
সেই হয় তত জ্ঞানী।

যেথা নর নারী সোণা রূপা পূজে
সুখের কামনা ক'রে।
তেমন নরকে রহে কি কখন
সুখ দিনেকের তরে!"

৬

মুছি অশ্রু জল, পতির বদন
মুছাইল নারী ধীরে।
ফিরাইয়া আঁখি পতি, হেরে পাশে
ম্লানমুখী রমণীরে!
স্থির দৃষ্টে হেরি প্রিয়া-মুখ পানে
আপনার মনে কয়—
"রমণীর মুখ হেরিয়া কেবলি
মানব ভুলিয়া রয়।
রাখিলে নয়ন এ মুখের পানে
সংসার নয়নে ভাসে;
কত সুখ দুঃখ কত শত প্রাণী
হৃদয়ের কাছে আসে;
বিপুলা ধরণী বিরাজে সম্মুখে
ধর্ম্ম কর্ম্ম তার হেরি।

সংসারীর কায যা কিছু ধরায়
এই মুখ আছে ঘেরি।
সে মুখো শুখায় যেখানে ক্ষুধায়
সেখানে কি সুখ আর ?
রমণীর মুখে সংসারের সুখে
শুধু বিড়ম্বনা সার।”

৭

সে উদাস দৃষ্টি হেরিয়া পতির
রহিতে না পারি আর,
চীৎকার করিয়া কাঁদে পতিপ্রাণা
জড়াইয়া গলা তার।
মেলিয়া বদন ভেদিয়া গগন
পারশে কাঁদে তনয়,
নয়ন মুদিয়া সম্বোধি উভয়ে
কবিবর ধীরে কয় ;—
“কেঁদো না গৃহিণি কাঁদিও না শিশু
কাঁদিলে না যায় ক্ষুধা,
সাধনা বিহনে জীবের জীবনে
সকল কামনা মুধা,

আজ ক্ষুধা যাবে কাল ক্ষুধা পাবে
শেষ নাহি এ ক্ষুধার ।
ভুলে যাও ক্ষুধা ভুলে যাও মায়া
ভুলে যাও এ সংসার ।
অকূলে ভাসিতে পারিবে যাহাতে
তাহারি সাধনা কর,
ঐ নীল গগনে চাহিয়া চাহিয়া
অকূলে হৃদয়ে ধর ।”
রোদন শুনিয়া কবির শ্যালিকা
ত্বরিত ছুটিয়া আসে,
দেখিয়া শুনিয়া অঞ্চল ছাপিয়া
ক্ষণকাল ধরি হাসে ।
চতুরা সে নারী বুঝিত কবিত্ব
জানিত ঔষধ তার,
নবীন যৌবনে তারো পতি ছিল
এক কবি অবতার ।
চাঁদিনী রাতিতে ছাদের উপরে
তারো পতি মনদুখে
হাসিত কাঁদিত ভাসিতে চাহিত
নীল গগনের বুকে ।

অনেক ঠেকিয়া তবে শিখে ছিল
সে নারী ঔষধ তার,
অগ্রসর হ'য়ে সরা'য়ে শিশুরে
সরাইল মায়ে আর,
দুটি কাণে ধোরে দিল পাক জোরে,
শিহরিয়া কবি চায়
শ্যালী বলে কবি "উড়িবে আকাশে
ডানা যে নাহিক গায়।"

কার্ দেবী পূজ্ তুমি ?

অতীত—ভবিষ্য—দুই সুধীর ধারণা,
প্রতিবাক্য উহাদের—বিস্মৃতি,—কামনা।
বিস্মৃতি—স্মৃতির খনি, কামনা—প্রয়াস ;
একে—"ছিল," অন্যে "-হবে" উভয়ি বিশ্বাস
এ বিশ্বাস—আত্মা-মনে অটুট বন্ধন।
এ বিশ্বাস—জীবনের নিগূঢ় জীবন।
"ছিলনা" জীবনে যার—কিম্বা নাহি "হবে"

এ বিশ্বাস তার প্রাণে, কেমনে সম্ভবে !
"ছিলনা"—"হবেনা" যদি,—তবে অকারণ,
অতীত—ভবিষ্যে—আজ কেন অন্বেষণ ?
নাহি জানি—পারি নাই আপনি বুঝিতে,
বুঝি কিন্তু—বর্ত্তমান না পারি সহিতে।
নাহি ছিল যাহা—তাও ইহায় নিরখি,
হইবে না কভু যাহা—তাও ইথে দেখি।
সুধু নাহি দেখি—ইহা নহেক কল্পনা,
তীব্র স্পর্শ তার প্রাণে বাজে সর্ব্বক্ষণা।
নিবিষ্ট গভীরকার্য্যে,—সহসা মানসে
এই ছায়া অন্তস্থল উথলিয়া ভাসে।
বিশ্রামে অলস মন—উদাস নয়ন—
এই ছায়া প্রাণ ব্যাপি করে সঞ্চরণ।
নিদ্রায় নিশ্চল জ্ঞান—প্রাণ অচেতন,
এই ছায়া মর্ম্মে করে স্পর্শ বরিষণ।
ছায়া যার—কল্পিত নয়—প্রকৃত সেজন,
ছিল না—হবে না কিন্তু আমার কখন।
তথাপি ধারনা এই সদা বিদ্যমান,
অতীত ভবিষ্য প্রাণে নাহি পায় স্থান !
সুধু বর্ত্তমান—সুধু প্রবাহ ছায়ার—

রহিছে জীবননদী প্লাবিয়া আমার !
তাই ভাবি—সে বিশ্বাস আমার জীবনে
অসম্ভব ?—কিম্বা তাহা সম্ভব কেমনে ?
আমার সে ?—না না, সে যে নহেরে আমার,
ভাবিতেও ইহা মোর নাহি অধিকার।
হবে সে আমার ?—অহো নিষ্ঠুর ভাবনা !
কোন্ দোষে তাঁর এই অনিষ্ট কামনা ?
জঘন্য স্বার্থের আশা—হেন আকিঞ্চন,
পবিত্রহৃদয়ে স্থান দিবনা কখন।
সুখে আছে, সুখে থাক্ ; ডাকিব ঈশ্বরে,
সুখ তাঁর রহে যেন চিরদিন তরে।
কিন্তু ততোধিক সুখী করিবারে তাঁয়
আমার অন্তরে কেন এত সাধ যায় ?
ভূতলে রাখিয়া তাঁরে তৃপ্তি নাহি পাই।
ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার স্থান খুঁজিয়া বেড়াই,
কোমল মধুর স্থান যথায় পেয়েছি,
সেই খানে ছায়া তাঁর মাখা'য়ে রেখেছি।
তবু লভি নাই তৃপ্তি ;—তবু অনুমান,
জগতে নাহিক তাঁর তুলনার স্থান।
তাই সে প্রাণের মম পবিত্র মন্দিরে

তাই সে প্রাণের মম পবিত্র মন্দিরে
রাখিয়াছি ছায়া তাঁর এত যত্ন করে।
দেবতার দেবী ভাবি পূজিতেছি তাঁয়,
সঁপিয়াছি পাদপদ্মে প্রাণমনকায়।
অর্চ্চনার উপাদান যেখানে যা পাই,
"নমস্তস্যৈ" বলি, পদমূলে রাখি তাই।
বর্ত্তমান কহে আজ নির্দ্দয় আচারে—
"কার দেবী পূজ তুমি?—কোন্ অধিকারে?"

ঝটিকায় জাহ্নবী-বক্ষে।

১

কে আছ অচেত প্রাণ, একবার আয় রে,
জাহ্নবী হৃদয়ে এই তরঙ্গের গায় রে।
জড়ের হৃদয় ঠেলে
প্রাণের প্রবাহ ঢেলে
হের আসি কি আবেগে উদ্দীপনা ধায় রে,
বঙ্গবাসি একবার এইখানে আয় রে।

২

হেলায় ঠেলিয়া ফেলি ঝটিকায় দুপাশে
ছুটেছে জাহ্নবী আজ কামনার উচ্ছ্বাসে
আকাশে হৃদয় তুলে
আবেগে উথলি চলে,
ছোটে যেন শৈলশৃঙ্গ শৈলশৃঙ্গ পারশে
সংহার উল্লাসে যেন হাসে নীর হরষে।

৩

আসে পাশে নাহি হেরে—পাছে নাহি নেহারে
সম্মুখে টানিয়া বুকে পড়ে তারি উপরে,
নাহি তিল ভীতি লেশ
ভুবনবিজয়ী বেশ,
চূর্ণ করে বাধা বিঘ্ন হৃদয়ের প্রহারে
কোন্ শক্তি আছে হেন কে সম্বরে ইহারে!

৪

ঘারেক খুলিয়া আঁখি বঙ্গবাসি দেখ না
নয়নের পথে তব কি গভীর সাধনা।
অতীত অতীত ক'রে
কেন ঘোর অন্ধকারে

অতীত কোথায় ?—কেন অতীতের ঘোটনা ?
সম্মুখে ভবিষ্য ডাকে তারি কাছে ছোট না।

৫

কেন মিছে অহংকার পূর্ব্বকীর্ত্তি স্মরিয়া ?
সে কীর্ত্তি যাহার ছিল আছে তারি হইয়া ;
তুমি ছিলে কেবা তার,
কিবা তব অধিকার,
জীবন কাটাও সুধু অন্যে ভর করিয়া
আপন গৌরব কিবা দেখিলে না স্মরিয়া।

৬

কীর্ত্তি নাহি মিলে কভু উঞ্ছবৃত্তি আচারে,
মিলে তাহা হৃদয়ের মহাশক্তি প্রচারে ;
পিতারো বৈভব যাহা
সন্তানের ভিক্ষা তাহা—
নিদ্রিতের নির্জ্জীবের ঘৃণিতের তাহা রে !
সজীব যে জন কভু পরশে না তাহারে।

৭

কেন যাও পাছে পাছে পদছায়া ধরিয়া,
ছায়ায় ভ্রমিছ কেন ছায়াময় হইয়া ?

ধরেছ সত্যের কায়া
সাধ তবে সত্য যাহা,
কণ্ঠের ভিক্ষার ঝুলি দেহ দূরে ফেলিয়া
এস অগ্রে অতীতের অন্ধকার ঠেলিয়া !

৮

পূর্ব্ব পুরুষের কীর্ত্তি অতীতের উদরে,
নূতন কালের স্রোত বহে তার উপরে,
ধরেছ নূতন প্রাণ,
পেয়েছ নূতন জ্ঞান,
নূতন করিয়া গঠ আজি ইহ সংসারে,
অঙ্গের জড়তা ভাঙ হৃদয়ের প্রহারে।

৯

পথহারা বলি কিহে দাঁড়াইয়া রহিবে ?
তুমি যাবে কোন্ পথে, কে তোমারে কহিবে ?
দেখ দেখি এক বার
জীব জন্তু চারি ধার
নিজ নিজ পথ খুঁজি সকলেই ছুটিছে
অন্ধ খঞ্জ বিনা বল কে দাঁড়ায়ে রহিছে।

১০

আপন ভাবিয়া তুমি যাহে ভর করিবে,
সেই অবনত হ'য়ে কিছু দূরে সরিবে,
কেহই নহেরে কার
প্রাণ শুধু আপনার
আপন যে, সেই নিজে আসি প্রাণে ধরিবে,
গুটায়ে রাখিলে প্রাণ কে আপন হইবে !

১১

আপনার চাহ যদি, দেহ প্রাণ ছড়ায়ে,
জগত ধরিবে আসি চারি ধারে জড়ায়ে।
কর প্রাণ প্রসারিত
চাহ আপনার যত,
সে নহে আপন তব, তুমি যারে ধরিবে
ধরিবে তোমারে সেই, যে আপন হইবে।

১২

স্বাধীনের বেশ ধরি জনমিলে ভূতলে
স্বাধীন কামনা কিন্তু হৃদয়ে না ধরিলে !
কভু নাহি আগে ধাও
কেবলি পশ্চাতে যাও,

শিখিতে শিখিতে শুধু আজীবন চলিলে
দিনেকের তরে নাহি শিখাইতে শিখিলে।

১৩

কেন কর হাহাকার—কেন মিছে ভাবনা!
সুখ দুখ কেবলি রে অলসেরি গণনা
জাগ্রতে ঘুমায়ে রও,
জীবনে জীবিত নও,
কেমনে করিবে দূর হৃদয়ের বেদনা!
জড়তা কি ঘুচে কভু না ধরিলে চেতনা!

১৪

চেতনা নাহিরে যদি কেন রহ ভূতলে!
কলসি বাঁধিয়ে গলে ডুব আসি সলিলে,
মানবের নাম ধর
তার মত কিবা কর?
খাও পর নিদ্রা যাও, তুফানে না ভাসিলে
জড় মৃত্তিকায় পড়ি জড় হ'য়ে রহিলে!

১৫

সম্মুখে ঝটিকা আসে কিবা ভয় তাহারে
চূর্ণ কর ঝঞ্ঝাবাত হৃদয়ের প্রহারে

হৃদয়ে ধরিলে বল্
পরাজিত ভূমণ্ডল,
দুর্জ্জয় প্রাণের স্রোত, কিবা তার তুলনা!
শরীরের বল খোঁজে, অচেতন যে জনা।

১৬

এই ত জাহ্নবী জল সুকোমল কায় রে,
দেখ কি প্রবল বল তায় ছুটে যায় রে!
ক্ষিতি কাষ্ঠ শিলা ঠেলে
কোমল সলিল চলে,
এ হতে যে দৃঢ়তর মানবের কায় রে
প্রাণের প্রবাহ কেন ভেঙে পড়ে তায় রে!

১৭

এস বা না এস কেহ, আমি নারি রহিতে
ভাসিয়া চলিনু এই তরঙ্গের সহিতে
দিয়াছি হৃদয় খুলে
প্রাণের তরঙ্গ ঢেলে,
প্লাবিত করিয়া বঙ্গ চল প্রাণ উছলি!
পড়িবে বঙ্গের প্রাণ সে প্রবাহে উথলি!

গোলাপ ফুল।

১

ফুল, তুমি শিখাও আমারে,
অমনি করিয়া আমি ফুটে রব সংসারে !
অমনি পবিত্র বেশে অমনি গৌরবে ভেসে
অমনি আনন্দে হেসে কণ্টকের মাঝারে !
অমনি সুন্দর হ'য়ে বিরাজিব সংসারে !
ফুল, তুমি শিখাও আমারে !

২

ফুল, তুমি শিখাও আমারে !
ওই চির সরলতা ধরিব এ অন্তরে !
রূপ রস গন্ধ লয়ে ধরায় অতুল হ'য়ে
অমনি বিনীত রয়ে পরিতৃপ্ত আকারে
অমনি সন্ন্যাসী আমি হইব এ সংসারে।
ফুল, তুমি শিখাও আমারে !

৩

ফুল, তুমি শিখাও আমারে !
অমনি অকুল প্রাণ ধরিব এ অন্তরে।

কোমলতা পূর্ণ বুক মমতায় পূর্ণ মুখ
তিল মাত্র নাহি দুখ তাপ বৃষ্টি প্রহারে
সাধনার মূর্ত্তি মরি তুমি ইহ সংসারে !
ফুল, তুমি শিখাও আমারে !

৪

ফুল, তুমি শিখাও আমারে !
অমনি করিয়া আমি সেবিব এ সংসারে !
ভুলি আশা অভিমান কেবলি শিখিব দান
জুড়াতে পরের প্রাণ বিলাইব আমারে !
উচ্চ নীচ পাপী পুণ্য সমতুল্য আচারে !
ফুল, তুমি শিখাও আমারে !

৫

ফুল, তুমি শিখাও আমারে !
তুষিতে অমনি করে পারি যেন সবারে !
বালকের খেলিবার প্রেমিকের কণ্ঠহার
সাধকের অর্চ্চনার, সুধা দিয়ে ভ্রমরে !
অমনি করিয়া আমি সেবিব এ সংসারে !
ফুল, তুমি শিখাও আমারে !

৬

ফুল, তুমি শিখাও আমারে।
সাধিবারে ধর্ম্ম যেন পারি ওই প্রকারে।
সুখ দুখ সমুদায় সমর্পিয়ে বিধাতায়
বিলাইয়ে আপনায় সদানন্দ আকারে
ঘুচাতে বিষাদ যেন পারি ইহ সংসারে !
ফুল, তুমি শিখাও আমারে !

৭

ফুল, তুমি শিখাও আমারে !
ওই বিশ্বব্যাপী প্রেম শিখিব কি প্রকারে !
নয়ন থাকিতে অন্ধ হ'য়ে আছি সংসারে !
কেমন করিয়ে হায় ছড়াইব এ হৃদয়
কণ্টক ফুটিছে গায় চারিদিকে সংসারে !
ফুল, তুমি শিখাও আমারে !

৮

ফুল, তুমি শিখাও আমারে !
ওই পরিণাম তব লভিব কি আচারে !
রূপ রস শুকাইলে পরিমল ফুরাইলে
সেবিতে অশক্ত হ'লে ধর্ম্মক্ষেত্র ধরারে,
অমনি আনন্দে ঝরে পড়িব এ সংসারে !
ফুল, তুমি শিখাও আমারে !

আশা।

কোকিল কুহরে ওই—
দেখ আঁখি মেলি গেছে যার চলি
আসিছে ফিরিয়ে ওই—
শৈশবের সেই নিরমল হাসি
আসিছে সলিলে দুলে !
যৌবনের সেই সুখের তরঙ্গ
আসিছে সলিলে দুলে !
নয়নের—নেশা জাগ্রতের সুখ
সেই রূপ ওই আসে !
শ্রবণের ক্ষুধা হৃদয়ের তৃষ্ণা
সেই ভাষা ওই ভাষে !
বিদ্যুতের প্রায় যেই স্পর্শ হায়
শিরায় বহিত ছুটি !
মলয়েতে ভাসি ধীরে ধীরে আসি
চারিধারে পড়ে লুটি !
জীবনের ক্ষুধা সেই ভালবাসা
ফিরিয়া আসিছে ওই—

কোকিল কুহরে "দেখ আঁখি তুলি
ভুবন সে সুখময়ই !"

আবেগ।

কই—সে আমার কই !
কোথা সেই আশা কই সেই ভাষা
বুকে সে বসন্ত কই !
সাহারার মত ভীষণ অন্তরে
স্মৃতি প'ড়ে চারিধার !
নিরাশার ঝড় হুহু রবে কাঁদি
বহিতেছে অনিবার !
বুকের ভিতরে হেরিলে আমার
হৃদয় ফাটিয়া যায় !
সুখের কথায় শিরায় শিরায়
শোণিতে বিজলী ধায়।
বহুদিন আজ দেখি নাই ফিরি
আমার হৃদয় পানে।

সুখের সংবাদ বহু দিন, আজ
শুনি নাই আমি কাণে !
কঠোর সংসারে কঠিন হইয়া
ছিলাম আপনা ভুলি !
কুহু রবে পিক্ হায় ! কেন মনে
সেই সুখ দেয় তুলি।

সান্ত্বনা।

কোকিল কুহরে ওই—

সুকের বসন্ত বুকে চাও ফিরে
প্রাণে সে পীরিতি কই ?
করে ছিলে আশা ? সে আশা কি আশা ?
যে আশা ফুরায়ে যায় !
দেখেছিলে যদি সে দেখা কি দেখা
আঁখি না ভরিল তায় ?
শুনিলে কি তবে যদি না রহিল
শ্রবণ ভরিয়ে ভাষা
কি ভাল বাসিলে না মিটিল যদি

সাধের প্রণয় আশা ?
আপনা ভুলিলে ভুলিলে তাহারে
হায়রে মানব ভোলা !
ওই দেখ চেয়ে সাধের সে সুখ
সম্মুখে রয়েছে খোলা।
হের এ ধরণী হের ও আকাশ
জগত সে সুখময়ই।
ভুলে যাও দুখ খুলে দেও বুক
বসন্ত আসিছে ওই—

শিশু কন্যার স্মৃতি।

বুকের ভিতরে সে যেন কোথায়
এখনো লুকায়ে আছে।
শূন্য মন হ'লে ধীরে ধীরে আসি
দাঁড়ায় প্রাণের কাছে।
উদাস দেখিয়ে কচি বাহু তুলে
জড়াইয়া ধরে প্রাণ।

কত হাসি হাসে, কত সুধা ভাষে
করে কত চুমো দান।
সে স্নেহ-সাগরে ডুবিতে ডুবিতে
আমি ঘুমাইয়া পড়ি।
স্বপনের সনে যাই মিশাইয়া
তাহারে হৃদয়ে ধরি।
স্বপনো ফুরায় সে কোথা লুকায়
তাহারে না পাই আর।
নয়ন বিঁধিয়ে সে—শূন্য সংসার
ফুটে ওঠে চারি ধার।
আঁখি ভ'রে তায় পাইনি দেখিতে
কেবল দেখিব ব'লে!
রাখিতে ছিলাম আঁখি তার পানে
অমনি সে গেল চ'লে।
প্রাণ ভ'রে ভাল বাসিতে নারিনু
সবে রেখেছিনু প্রাণ।
যতন করিয়ে বাসনা ভরিয়ে
নারিনু করিতে দান।
সাজাতে তাহায় করিনু সঞ্চয়
জগতের কত সুধা।

বুকের সে সাধ রহিল বুকেতে

মিটিল না স্নেহ-ক্ষুধা।

মানুষের বুকে দেবতার আশা

জাগাইল সে আমার।

কোথায় মিটাব এ আশা আমার

কোথা দেখা পাব তার!

এস ছায়াময়ী স্মৃতি অতীতের

আইস হৃদয় ময়।

হেরিলে তোমারে সে প্রতিমা খানি

নয়নে জড়ায়ে রয়।

রাখিলে নয়ন হৃদয়ে তোমার

হেরি সে সুখের ধরা।

সেই অধরের অমিয়া রাশিতে

হেরি এ জগত ভরা।

তার আধ আধ বাবা সম্বোধনে

যেন শূন্য ধরাতল।

আনন্দে গলিয়া প্রাণের পিপাসা

করিতেছে সুশীতল।

মনে হয় যেন বুঝিয়া তনয়া

পিতার অতৃপ্ত ক্ষুধা।

খুলি নিজ বুক তুলি বিশ্ব তায়
মাখাইছে নিজ সুধা।
এস স্মৃতি বুকে হৃদয় ভরিয়া,
কাতরে তোমারে ডাকি।
জীবন ভরিয়া তোমারে ধরিয়া
প্রাণেতে জড়া'য়ে রাখি।

কি লিখিব আজ। *

১

"লিখ লিখ" বল, কোথায় লিখিব!
এ তীব্র যাতনা কোথায় ঢালিব!

---

* দিল্লীর সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে বিকানীরের রাজা, রায় সিংহের ভ্রাতা পৃথ্বীরাজ রাজধানীতে বন্দীভাবে ছিলেন। তদানীন্তন রাজস্থানের মধ্যে পৃথ্বীরাজ একজন শ্রেষ্ঠ বীর ও শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তখনকার সকল ভট্ট কবিরাই তাঁহার কবিত্বের তুলনায় হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাণা প্রতাপ সিংহ যখন নিতান্ত নিরুপায় হইয়া আকবরের কাছে সন্ধি পত্র প্রেরণ করেন, তখন পৃথ্বীরাজের রাজপুত বন্ধুবর্গ তদুপলক্ষে তাঁহাকে একটি আক্ষেপপূর্ণ কবিতা রচনা করিতে অনুরোধ করায় তিনি তাঁহাদের কিরূপ উত্তর দিয়াছিলেন

লিখিতাম,—যদি মাত আর্য্য-ভূমি,
সে অক্ষর বুকে ধরিতে মা তুমি!
লিখিতাম,—যদি আর্য্যের সন্তান,
তোমাদের প্রাণে দিতে তার স্থান!
রে নির্ম্মম কাল! তোমার হৃদয়,
পেতেম বারেক লিখিতাম তায়!
আর লিখিতাম—অরাতি তোমার
বুকে যদি রেখা পড়িত লেখার!

২

নহে লিখিবার—নহে বলিবার!
নহে ঢাকিবার—নহে সহিবার!
যে কাব্য লিখিতে আজ এই প্রাণ,
ছোটে আর্য্যাবর্ত্তে খুঁজে উপাদান,
হংসপুচ্ছে তাহা নাহি যায় লেখা,

তাহাই কল্পনা করিয়া উপরোক্ত কয় ছত্র লিখিত হইল। যে কবি শ্রেষ্ঠর একটি কবিতা পড়িয়া রাণা প্রতাপসিংহ নবজীবনে উজ্জীবিত হইয়া "দশ সহস্র রাজপুত বীরের সহায়তা পাইলাম" ভাবিয়া, সন্ধি পত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক সমর-তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়া স্বদেশ উদ্ধার করিয়াছিলেন, আমার কয় ছত্র সেই মহাকবির লেখনীর সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইলেও, তাঁহার স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ ইহা লিখিলাম।

এ মসিতে তার ফুটেনারে রেখা,
জীবন্ত সে কাব্য—জ্বলন্ত সে ভাষা
প্রতি অঙ্কে তার বিকট পিপাসা ;
লেখনী তাহার উলঙ্গিনী অসি
অরাতি রুধির শুধু তার মসি।

৩

অস্থির লেখনী—উন্মত্ত কল্পনা,
আকুল অন্তরে দুর্দ্দম বাসনা ;
পারি লিখিবারে খুলিয়া হৃদয়
যদি আর্য্যে তার কর অভিনয়।
রঙ্গ-ভূমি তার কর দরশন
যবনিকা ওই করি উত্তোলন—
দাঁড়ায়ে প্রতাপ একা নিঃসহায়
সে কাব্য পড়িতে যদি সাধ যায়,
হও অগ্রসর দলে দলে দলে
লিখি মহাকাব্য মহা কুতুহলে।

ভিক্ষুক।

১

ভিখারি হে! কত ব্যথা পাও!
আমারি মতন জীবন লইয়া
কাঙাল হইয়ে কেমনে বেড়াও!
আমারি মতন তোমারো ত দেহে
শিরায় শিরায় শোণিত ছোটে!
আমারি মতন তোমার ত বুকে
অকূল বাসনা ফুটিয়া ওঠে!
কেমন করিয়ে তবে হে সংসারে
দ্বারে দ্বারে ভ্রমি কদন্ন চাও!
হায় কি যাতনা যবে হে ভিখারি!
শুধু ঘৃণারাশি সেখানে পাও।
মানবের প্রাণ ধরিয়া হৃদয়ে
কেমনে তুমি সে ব্যথা নিবাও?
বসি পদপ্রান্তে ভিখারি তোমার
সে জ্ঞান আমারে শিখায়ে দাও।

২

শিখাও আমারে নিবাও কেমনে
ভিখারি হে, সেই দারুণ দুখ,
হের যবে তব প্রাণের পুতলি
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর মুখ,
তোমারো ত বুকে স্নেহ মায়া দয়া
আমারি মতন নিয়ত ফোটে,
কি কর ভিখারি হায়রে যখন
আকুল হৃদয়ে সে স্রোত ছোটে!
নয়নের জলে নিবে কি যাতনা
শুধু কি কাঁদিলে অভাব যায়!
পুত্র পরিবার ধরিলে বুকেতে
তাহাদের ক্ষুধা মেটে কি তায়!
সে ভাবনা ধরি হৃদয়ে তোমার
কেমন করিয়া চাহিয়া থাক!
হায় রে ভিখারি সে দারুণ ব্যথা
মানব হৃদয়ে কোথায় রাখ!

৩

এমনি করিয়ে দুনয়ন খুলি
সংসারের পানে তুমি ত চাও,

কতই বৈভব কতই গৌরব
তুমি ও ত নিত্য দেখিতে পাও।
প্রকৃতির ওই বিপুল সম্পদ
তোমারো নয়ন ঘেরিয়া ভাসে,
অনন্ত জগত তোমারো সম্মুখে
আপন আনন্দে নিয়ত হাসে।
এই সুখ ভরা জগতের মাঝে
কেমন করিয়ে দাঁড়ায়ে, হায়!
মরণ অধিক দারুণ বেদনা
ধরিয়া অন্তরে নেহার তায়!
তোমার কপালে ভিখারি হে পুন
জগত সংসার নিঠুরতর,
শিখাও আমারে কেমনে হে তুমি
সেই নিষ্ঠুরতা হৃদয়ে ধর!

৪

শীর্ণ তর্জ্জনী ঊর্দ্ধে তুলিয়া
নয়ন রাখিয়া গগন তলে,
প্রীতি পূরিত মধুর বচনে
হাসিতে হাসিতে ভিখারী বলে—

"ওই ধ্রুব তারা হেরি যে নিয়ত
ভবের সাগরে ভাসিয়া যায়,
দুখের তরঙ্গ পরশে না কভু
তাহার সুখের তরণী গায়!
ক্ষুদ্র জগতের সুখ দুখ পানে
বারেকো না আমি ফিরিয়া চাই,
অনন্ত জগতে যাইব কেমনে
শুধু সেই পথ খুঁজে বেড়াই;
জানে না অভাব সেথাকার প্রাণী
নিয়ত হৃদয় আনন্দে ভরা,
হেথাকার মত সেথাকার প্রাণী
নহেরে মানব জীয়ন্তে মরা।
সে আনন্দ ধামে যাবে যদি তুমি
ক্ষুদ্র সুখ দুখ ভুলিয়া যাও;
অনন্তের অন্তে নয়ন রাখিয়া
অকুল পরাণে নিয়ত চাও।"

এক অত্যাচারী ইংরাজের প্রতি।

(চা-ক্ষেত্রের পার্শ্বস্থিত কোন দেশীয়ের উক্তি)

১

ইংরাজ। আমিও প্রাণী—আমারো শরীরে
শিরায় শিরায় উষ্ণ শোণিত বিচরে।
আমারো হৃদয় আছে, আছে তাহে জ্ঞান,
আমিও বুঝিতে পারি মান অপমান ;
অধীন বলিয়া মোরে ভাবিও না হীন,
পূর্ব্ব পুরুষের মম ছিল শুভ দিন ;
তাঁহারাও জানিতেন ধরিতে কৃপাণ,
তাঁহারাও রণক্ষেত্রে ঢালিতেন প্রাণ ;
জানিতেন পরাজয় করিতে তাঁহারা
তাঁহাদেরি করতলে ছিল বসুন্ধরা ;
ভারত-শ্মশান ক্ষেত্রে কর বিচরণ,
হেরিবে সে গৌরবের কত নিদর্শন!
সাহিত্য দর্শন খোল, কর অধ্যয়ন,
হেরিবে যা' কল্পনায় দেখনি কখন।
শুধুই ভারতে নহে—জগত পূজিত,

সুধুই মানব নহে—দেবতা মোহিত
সে বীরত্ব—সে ঐশ্বর্য্য—হেরি সেই জ্ঞান,
জগতে ছিলনা জাতি তাঁদের সমান।
আমি সেই অনুপম মানব সন্তান,
দাস বটে—কিন্তু বুকে আছে সেই জ্ঞান।

২

তোমারি মতন আমি জন্মেছি ইংরাজ,
তোমারি মতন আছে এ জীবনে কাজ,
জনক জননী কাছে আছে মম ঋণ,
ভক্তি শ্রদ্ধা ধর্ম্ম কর্ম্ম নহে মম হীন,
জানি আমি ভালবাসা—জানি স্নেহ মায়া,
আছে পরিজন মম—আছে পুত্র জায়া ;
যা কিছু তোমার আছে সকলি তাহার
ইংরাজ! রয়েছে এই সংসারে আমার।
বরং অধিক আছে—ধর্ম্ম আছে মম,
দাস বলি' কার্য্য মম নহে ক্ষুদ্রতম।
দেখি—শুনি—ভাবি আমি তোমার এ কাজ,
প্রতিদিন মরে যাই মরমে ইংরাজ।
কি আকাঙ্ক্ষা ধরি বুকে—কি সহি জীবনে,
ইংরাজ নয়নহীন বুঝিবে কেমনে!

আকাশের পরিসরে নয়ন রাখিয়া,
প্রবাহের স্রোত বেগে হৃদয় ঢালিয়া,
বাতাসের স্বাধীনতা করি পরশন,
বিহঙ্গের সুখগীতি করিয়া শ্রবণ,
কি করে এ হৃদিতল—কি যে করে প্রাণ!
কে বুঝিবে এ জগতে কে সে জ্ঞানবান!

৩

পারিনা নয়ন ভোরে হেরিতে জগতে,
হেরিলে দারুণ স্মৃতি জ্বলে ওঠে চিতে,
পারিনা চাহিতে মম জন্মভূমি পানে,
চাহিলে মরণাধিক ব্যথা জাগে প্রাণে,
মিলিতে স্বদেশীসনে হয়না বাসনা
সহিতে পারিনা চ'খে তাঁদের যাতনা,
পরিজন কাছে নারি তুলিতে বদন,
সরেনা তাঁদের কাছে সুখের বচন;
প্রাণ ভ'রে প্রিয়মুখ হেরিনা ইংরাজ,
সে মুখ হেরিলে আঁখি ফুটে পড়ে লাজ;
ক্ষীণ দেহে—হীন বেশে কাঙালের মত,
প্রাণের পুতলিগুলি নিরখি নিয়ত;
নবীন—প্রবীন—শিশু যারি পানে চাই,

ছায়ার আকৃতি মত দেখিবারে পাই ;
জগত-পূজিত সেই হিন্দুর নন্দন—
ভারত বিজয়ী সেই আর্য্যসুতগণ—
সে অপূর্ব্ব মানবের হৃদয়-ঈশ্বরী,
ধরাতলে অবতীর্ণা যাঁহারা অমরী
তাঁহাদেরি মাতৃক্রোড়ে ধরি এই সাজ !
মানব-নয়নে নারি সহিতে ইংরাজ !

৪

তুমি কর অত্যাচার—মুদি দুনয়ন,
ঘৃণা কর তুমি—আমি রুদ্ধ করি মন,
কিন্তু নাহি বুঝ তুমি, তোমার আচারে
কি সিন্ধু উথলে মম হৃদয় মাঝারে !
শূন্য মম করতল—বাহু মম ক্ষীণ
এই মম অস্থি মজ্জা মেদ মাংস হীন,
তথাপি তোমার এই জঘন্য আচার
হেরিলে কাঁপিয়া ওঠে কঙ্কাল আমার,
অনল প্রপাত ঝরে দুনয়ন ফুটি,
শিরায় বিদ্যুৎ বেগে ভ্রমে রক্ত ছুটি
সে সময় নেত্রপথে যাহা কিছু হেরি,
মনে হয় দুই করে সাপুটিয়া ধরি ;

অমনি অন্তর হ'তে কহে কোন জন,
"কি কাজ অযথা হেন ত্যজিয়া জীবন,
সংসারের পানে ফিরে দেখ একবার
দুর্দ্দশায় অবসন্ন তব পরিবার।
অন্ন নাই গৃহে তব, দেশে নাই ধন,
সে কর্ত্তব্য আগে তব করহ পালন।"
শুনিয়া সে কথা আমি নয়ন ফিরাই
নিদারুণ ক্লেশে সেই যাতনা নিবাই।
অদৃষ্টের দুর্ব্বিপাকে সহি এ পীড়ন,
নতুবা আমিও জানি ত্যজিতে জীবন।
কর্ত্তব্যের সাধনায় দুনয়ন রাখি,
তব প্রতিশোধ—সাধ বুকে চেপে থাকি!